৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র – ১৪ ভাদ্র, ১৪৩০ ঃ ২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 45, 26 August - 1 September, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর তদন্তে

গ্রেফতার করা হল আরও ৩জনকে। মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১২। মেন হোস্টেলে হল ঘটনার পুনর্নির্মাণ।

রবিবার : পঞ্চায়েতে কাটমানি, ঘুষ, তছরূপের অভিযোগ রাজ্য

জুড়ে। এবার তাই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার মুচলেকা দিতে হল ঘোষণাপত্রে। লিখে দিতে হচ্ছে দল ব্যবস্থা নিলে প্রতিবাদ করা যাবে না।

সোমবার : সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় রিপোর্টে শৌচাগার

নির্মাণে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের মুখ রক্ষা করেছে একমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর।

মঙ্গলবার : পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের

সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখলো সুপ্রীম কোর্ট। এই নিয়োগে ৩৫০কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে।

বুধবার : পশ্চিমবঙ্গ কি অস্ত্র কারবারিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত

হয়েছে। সন্দেহ বাড়ালো হাওড়া। এক ছিনতাই এর কিনারা করতে গিয়ে অস্ত্র কারবার চক্রের হদিশ পেল হাওড়া সিটি পুলিশের ব্যাটরা থানা।

বৃহস্পতিবার : সাবাশ ইসরো। নির্ধারিত দিনক্ষনে চাঁদের দক্ষিণ

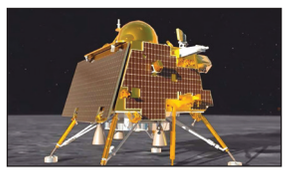

মেরুতে চন্দ্রযান-৩ এর সফট ল্যান্ডিং ঘটিয়ে মহাকাশ গবেষণায় ভারতকে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করার জন্য। সমগ্র ভারত উদ্বেলিত ছিল ইসরোর চন্দ্র অভিযান ঘিরে।

শুক্রবার : বারবার অযথা ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধীদের

গতিবিধি আটকানোর পুলিশি প্রবণতাকে তীব্র কটাক্ষ করল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যে কোনো পুলিশি শাসন চলছে না বলে মন্তব্য করে ১৪৪ ধারা বাতিল এবং খেজুরিতে বিরোধী দলনেতার সভার অনুমতি দিল আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতে মেধাবীর স্থান রাজনীতিকদের পিছনে

ওঙ্কার মিত্র

একে কাকতালীয় না সময়ের সমাপতন কি বলা যায় তা ঠিক জানা নেই। তবে গত রবিবার দুটি খবরই একসাথে প্রকাশিত হয়। একটিতে জানানো হয় হস্টেলের পুরানো পরিকাঠামো ও হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হিন্দু হস্টেলের প্রাক্তনী এবং বর্তমান আবাসিকরা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবকে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। সেখানে তারা হস্টেলে সবসময়ের প্রশাসনিক কর্মী এবং আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবী জানিয়েছে।

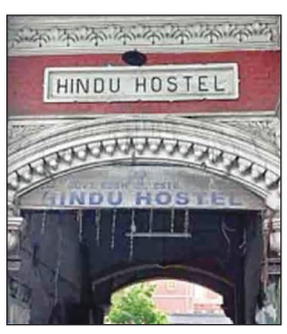

সেই দিনই প্রকাশিত অন্য একটি খবরে বলা হয় নিরাপত্তা বাড়ানো হল ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক কর্তা জানিয়েছেন দুজন নিরাপত্তারক্ষীতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই আর একজন রক্ষী বাড়ানো হল আরাবুলের।

ঠিক এখানেই ভারতবর্ষে মেধার গুরুত্বের প্রশ্নটা লুকিয়ে রয়েছে। এখানে যখন একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত পুলিশ তখন হিন্দু হস্টেলের মেধাবী পড়ুয়াদের নিরাপত্তার জন্য কাতর আবেদন জানাতে হয় প্রশাসনের কাছে। আবেদন তো দূর, আদৌ তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে কিনা তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। শুধু হিন্দু হস্টেল নয় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সর্বত্র সরকারি হস্টেলগুলোর প্রায় একই চিত্র। যা দগদগে ঘায়ের মত ফুটে বেরোচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পরে। এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি যেন মরণফাঁদ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের অন্তর্গত ইছাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শ্রীপুর গ্রাম। এখানে যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি আছে, তা সংস্কারের অভাবে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। আমফানের ঝড়ে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দরজা-জানলাও ভেঙে পড়ে। এমনকি দেয়ালের বিভিন্ন জয়গায় বিপজ্জনক ফাটল ধরে যায়। তারই মধ্যে চলছে শিশুদের রান্না। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কেন্দ্রটি। প্রায় বছর পঁচিশ আগে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি তৈরি হলেও

সেভাবে চালু হয়নি। ২০১৫ সালের পর স্থানীয় দিশারি ক্লাব জায়গাটি দান করায় এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি এখানে চলছিল। তারপর আমফান থেকে আজ পর্যন্ত কোনও সংস্কার না হওয়ায় এটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। দিশারি ক্লাবের তরফ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য ক্লাব ঘর দেওয়া হয়। সেখানেই আপাতত ক্লাস চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ও এখানে যিনি দায়িত্বে আছেন, তারা বারবার বিডিও অফিস, এমএলএ, এম পি সকলের কাছে লিখিত আবেদন করার পরেও প্রশাসনের তরফে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এখন তারা রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছেন বলে জানালেন। শুধু তাই নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির এহেন বেহাল দশার জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বাসিন্দা তথা অভিভাবক বলেন, 'বাচ্চারা যেখানে থেকে জীবনের প্রথম শিক্ষালাভের সূচনা করে, সেই শিক্ষালয়টার এমন দুর্দশা এটা ভাবতে লজ্জা করে।' জনৈক মহিলা অভিভাবক বলেন, 'স্কুলটা যেখানে নিজেই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, সেখানে কি ভরসায় বাড়ির বাচ্চাদের পাঠাই।' এরপর পাঁচের পাতায়

বৃষ্টির ঘাটতি মিটলেও চাষের দেখা নেই

কুনাল মালিক

গ্রামবাংলায় বর্ষায় চোখে পড়ত আমনধান চাষের জন্য কৃষকদের তৎপরতা। বীজবোনা, বীজতলা তৈরি করে মাঠে চাষ দিয়ে বীজ বপন করার দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না। আলিপুর সদর মহাকুমার পাঁচটি ব্লকের অধিকাংশ আমন ধান চাষের জমি এখন আগাছায় পরিপূর্ণ। কয়েকটি জায়গায় চাষ হলেও আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা ও বিরূপ প্রকৃতির জেরে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দিন দিন চাষের প্রতি মানুষের অনিহা বাড়ছে। অথচ সরকারের তরফ থেকে কৃষকবন্ধু, কৃষি পেনশন, শস্য বিমা সহ কত কী পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকরা টাকা পাচ্ছেন কিন্তু চাষ করছেন না। এরফলে ধানের উৎপাদন দিন দিন কমছে। বাইরে থেকে চাল

কিনতে হচ্ছে। যার ফলে চালের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু চাষের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষি দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা ডাঃ শান্তনু পাল জানান, আলিপুর সাব ডিভিশন কলকাতা লাগোয়া বলে, মানুষজন কৃষির বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিচ্ছে। তাছাড়া এখন লেবারের সমস্যার জন্য অনেকেই চাষ করতে চাইছে না। এছাড়া বিনামূল্যে রেশনে চাল পাচ্ছে মানুষ, তাই কষ্ট করে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার সঙ্গে লড়ে চাষিরা চাষ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। অথচ হুগলি বর্ধমানে যেহেতু কৃষিই মূল জীবিকা তাই সেখানে ব্যাপক ধান চাষ হচ্ছে। আমন ধান চাষি নেপাল ভৌমিক জানান এবারের বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। কিন্তু এখন প্রচুর বৃষ্টি আর জোয়ারের জলে বীজতলা ডুবে গেছে। চাষ করা এখন খরচ সাপেক্ষ। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রকৃত কৃষকরা কৃষি দপ্তরের পরিষেবা পাচ্ছে না। তাছাড়া লেবারের সমস্যা, সারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে চাষিদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই ধীরে ধীরে আমাদের এলাকায় আমন ধান চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেকে কৃষি জমি বিক্রি করে দিচ্চে কেউ বা পুকুর কেটে মাছ চাষ করছে। তবে এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ধানের ঘাটতি দেখা দেবে।

সুরঞ্জনের হাতের জাদুতে 'প্রাণ পাচ্ছে' গামারির টুকরো, চমৎকৃত জগতবাসী

দেবাশিস রায়

সুরঞ্জন সরকার। শুধু নামটুকুই যথেষ্ট।পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী একাইহাট গ্রামকে এখন তাঁর নামেই চেনে সকলে।একাইহাটবাসী সুরঞ্জন সরকার যে তাঁর হাতের জাদুতে কার্যত জগতবাসীকে বশ করেছেন! বছর চুয়ান্নর সুরঞ্জনের হাতের ছোঁয়ায় যেন প্রাণ পাচ্ছে গামারি কাঠের রাশি রাশি টুকরো। তাঁর তাকলাগানো কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মে মোহিত দেশ-বিদেশের অসংখ্য গুনমুগ্ধ।সুরঞ্জনের নিপুণ হাতে তৈরি কাঠের শিল্পকর্ম প্রতিনিয়ত শিল্পরসিকদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।রাজ্য-দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই শিল্পকর্ম পৌঁছে যাচ্ছে লন্ডন থেকে দুবাই, সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায়।এককথায়, এই জগৎসংসারের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা শিল্পরসিকদের ঘরের শোভা বাড়িয়ে তুলছে সুরঞ্জনের হাতে তৈরি নানাবিধ শিল্পকর্ম। বছর

কয়েক আগে তাঁর তৈরি একাধিক শিল্পকর্ম মালয়েশিয়াবাসী এক ব্যবসায়ীর মন কেড়ে নিয়েছিল। আরও একবার তাঁর শিল্পকর্ম মালয়েশিয়ায় যাওয়ার মুখে। এবার কাঠের দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ সেদেশের এক অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বর্তমানে প্রহর গুনছে।ভারতের তামিলনাড়ুর এক রপ্তানীকারকের মাধ্যমে প্রমাণ সাইজের মূর্তিগুলি বাক্সবন্দি হয়ে সেপ্টেম্বরেই কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে কয়েক হাজার মাইল দূরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে যাবে। এই মূহূর্তে মূর্তিগুলি দেখার জন্য শিল্পীর বাড়ির ওয়ার্কশপে উৎসাহীদের প্রতিনিয়ত আনাগোনা চোখে পড়ছে। এককথায়, সুরঞ্জনের শিল্পকর্ম নিয়ে এলাকাবাসী এখন কার্যত চর্চায় মশগুল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ নং ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের একাইহাটের বাসিন্দা সুরঞ্জন সরকার কাজের তাগিদে কৈশোরেই বাড়ি ছেড়েছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়াশুনায় ইতি টেনে হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন হাতুড়ি-বাটালি। প্রথমে কলকাতায় গিয়ে কোনওরকমে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কাঠের কাজ শেখা। সেইসঙ্গেই চলতে থাকে তাঁর শিল্পসাধনা। একসময় টুকরো টুকরো কাঠের ওপর তাঁর আঁকিবুকির হাতটাও বেশ পাকিয়ে উঠল।একটু একটু করে তাঁর হাতের হাতুড়ি আর বাটালির ছোট্ট ছোট্ট ঘায়ে সেই আঁকিবুকির রেখাগুলি পরিপূর্ণ রূপে ফুটে উঠতে লাগল। এভাবেই দিন-মাস-বছর গড়াতে গড়াতে কর্মসূত্রে একসময় তিনি রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি জমালেন। পুঁথিগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হয়েও শুধুমাত্র কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মকে ধ্যানজ্ঞান মনে করে সুরঞ্জন সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন। তবে, আর পাঁচজনের মতো তিনি ছিলেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভেঙে পড়েছে মৌসুনি দ্বীপরে পর্যটন পরিকাঠামো

অমিত মন্ডল

ভেঙে পড়েছে মৌসুনি দ্বীপের পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো, পুজোর আগে আবারও চললো ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে বারবার ভেঙে পড়ছে, আবারও গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনির পর্যটন কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কি? বর্তমানে এই পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছে। আর সেই কারণেই অনেকটাই কমে গিয়েছে পর্যটকদের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রের সামনে থাকা সুবিশাল বালুচর ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে যেন এগিয়ে আসছে। এমনকি এই পর্যটন কেন্দ্রে গড়ে ওঠা কটেজের সংখ্যাও ক্রমশ কমছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অতীতে এক সময় এই পর্যটন কেন্দ্রে কটেজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০টিরও বেশি। সেই সংখ্যা কমতে কমতে এখন প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

জেটিঘাটের বেহাল দশা

দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে ঝুঁকির পারাপার

সুভাষ চন্দ্র দাশ

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপ বেষ্টিত গোসাবা ব্লক।এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র পথ নদীতে খেয়া পারাপার।সেই খেয়ার জেটিঘাটের অবস্থা জরাজীর্ণ।যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে নদীবক্ষে ভেঙে পড়ে বহু মানুষের সলিল সমাধি ঘটে যেতে পারে। জীবন জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত

খেয়া পারাপার হয়ে ভগ্ন জেটিঘাট দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।শুধু তাই হয়, এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা ও ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। বিগত প্রায় ৬ মাস আগে থেকে জেটিঘাট টি ভগ্নদশা অবস্থায় রয়েছে।সরকারী ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এলাকার মানুষজন জেটিঘাট সংস্কারের কথা জানালেও কোন প্রকার সুরাহা হয়নি।এলাকার মানুষের দাবী কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনের ঘুম ভাঙানো কঠিন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে গোমর নদী।নদীর একদিকে রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের জটিরামপুর, অপর দিকে সাতজেলিয়ার সুকুমারি।জটিরামপুরের জেটিঘাট টি দীর্ঘদিন যাবৎ ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। প্রতিদিনই এই ঘাট থেকে খেয়া পারাপার হয়ে গোসাবা,ক্যানিং,বারুইপুর কলকাতায় যাতায়াত করেন লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি, কুমিরমারী, আমতলি পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার মানুষজন। এরপর পাঁচের পাতায়

শপথ নিয়ে রাজনীতিকরা কুকথা বললেও শাস্তির বিধান কোথায়

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত/৫

শক্তি ধর

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য দিয়ে গড়া ভারতীয় গণতন্ত্রের আধার হল ভারতীয় সংবিধান। এই বৃহৎ সংবিধানটির ছত্রে ছত্রে প্রজাতন্ত্রের সৌরভ। আবার এই সংবিধানেই যাদের হাতে গণতন্ত্র রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে তারাই প্রজাতন্ত্রে আঘাত করতে উদ্যত। ফলে গণতন্ত্রের অশ্রুপাত যে সম্পূর্ণ রূপে রোধ করা যাচ্ছে না তা স্বীকার করতে বাধা থাকার কথা নয়।

গত পর্বে উল্লেখ করেছিলাম ভারতের শাসনভার শুধুমাত্র রাজনীতিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। এবার বলতে চাই সেই রাজনীতিকদের যথেচ্ছাচারে রাশ টানতে সাংবিধানিক দুর্বলতার কথা। সংবিধান আইনসভার মাধ্যমে রাজনীতিকদের হাতে শুধু ক্ষমতা তুলে দেয়নি, তাদের কুকর্মের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা সংস্থাগুলির পরিচালনার ভারও তুলে দেওয়া হয়েছে তাদেরই হাতে। ফলে রাজনীতিকদের কুকীর্তির তদন্তে নিয়োজিত সংস্থাগুলির নিরপেক্ষেতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বারংবার। এমনকি সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী শপথ নেওয়া সাংসদ, বিধায়করা সরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কুকথা বলতে পিছপা হয়না। তাদের এই অসংবিধানিক কাজের জন্য কোনো শাস্তির বিধান কিন্তু নেই সংবিধানে। এখনতো মাননীয় আদালতকেও নির্দ্বিধায় গালিগালাজ করেন আইনসভার সদস্যরা। সংবিধানের বিধান এ ব্যাপারেও নিশ্চুপ। এর কারণ সেই একটাই, শাসনক্ষমতার পুরো ভোগদখল রাজনীতিবিদদের। তাইতো দেশে অগুন্তি দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও শাস্তি হয় দুএকজন রাজনীতিবিদের। গণতন্ত্রের প্রশ্ন, তদন্ত সংস্থা থেকে শুরু করে কমিশন সবই রাজনীতিকদের অধীনে কেন? রাজনীতিকদের আগ্রাসন থেকে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এসব সংস্থাকে পরিচালনার জন্য রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ কোনো পরিচালন বোর্ডের উল্লেখ কেন থাকল না সংবিধানে? তাহলে সাধারণ মানুষকে অন্ততঃ দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিকদের শাস্তির ব্যাপারে দ্বিধায় পড়তে হত না।

এরপর পাঁচের পাতায়

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

প্রকাশিত হয়েছে

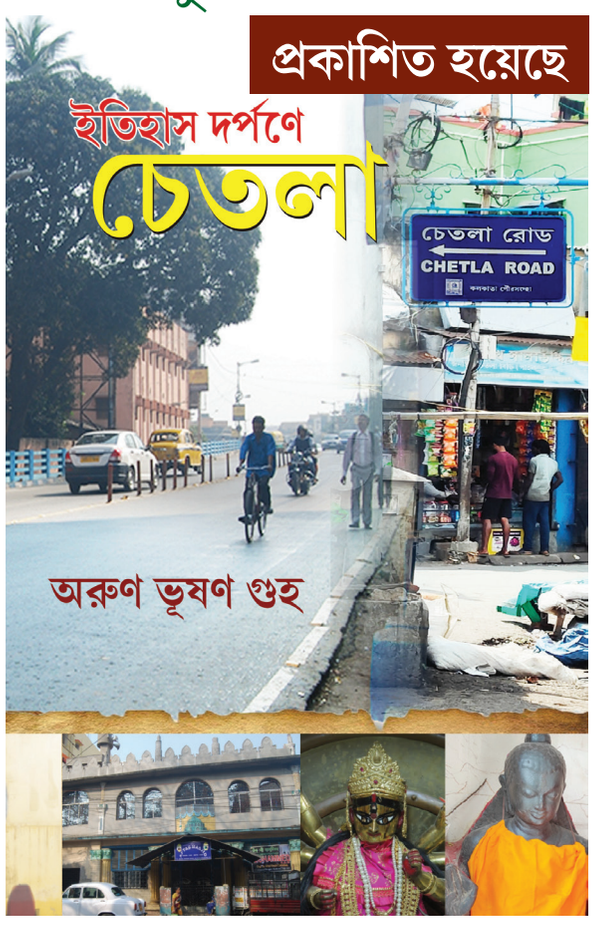

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 45, 26 August - 1 September, 2023

উত্তরের আঙিনায়

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মণিপুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শনিবার প্রতিবাদ মিছিল করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকালে শিলিগুড়ির অন্তর্গত মাল্লাগুড়িতে অবস্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলের সূচনা হয়। মিছিলটি হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করবার পড়ে দার্জিলিং মোড়ে যাওয়ার পর শেষ হয়। মোমবাতি জ্বালিয়ে মণিপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিনের উক্ত প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত মহিলারা মণিপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে মণিপুরের ঘটনার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তোলেন চন্দিমা ভট্টাচার্য। এছাড়া এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়।

খুন নাকি আত্মহত্যা' ?বেডরুম থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘরের ভেতর বিছানার ওপর থেকে এক মহিলার রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার শিলিগুড়ির অরবিন্দ পল্লী এলাকায় নিজের ফ্ল্যাট থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার গলায় আঘাতের চিহ্ন আছে। এটা খুন নাকি আত্মহত্যা ? তদন্ত শুরু করছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মৃত ওই মহিলার নাম সোমা সরকার বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছে বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। স্বামী বেশ কিছু বছর আগে আত্মহত্যা করে। তার দুই মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে অসুস্থতার কারণে। গতকাল রাতে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল মহিলাকে। এদিন সকাল থেকেই মেয়ে কোয়েল সরকার ফোন করছিল অনেকবার। তবে সোমা দেবী ফোন না তোলবার কারণে প্রতিবেশী একজনকে ফোন করেন। এরপর তিনি গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। ডাকাডাকির করবার পরেও দরজা না খোলায় জন্য আশেপাশের আরও কয়েকজনকে ডাকেন। এরপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। ঘরের ভেতরে

ঢুকে দেখতে পান বিছানার ওপর লুটিয়ে রয়েছেন ওই মহিলার দেহ, ঘরের ভেতরের আসবাবপত্রও লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘটনা জানাজানি হবার পর ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । এরপর দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তবে এটা কি খুন নাকি আত্মহত্যা, মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের পড়ে দাবি পুলিশের।

সামনেই পুজো! যাবেন নাকি সিকিম ঘেঁষা এই গ্রামে

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : সামনে রয়েছে পুজোর ছুটি, যাবেন নাকি উত্তরবঙ্গের শেষ গ্রামে? কালিম্পং থেকে দূরত্ব মাত্র ১১ কিলোমিটার, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অন্তত চার হাজার ফুট, নাম সাংসেরের। অসাধারণ সুন্দর একটি গ্রাম। আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরূপ মনোরম, রয়েছে ঘুমন্ত বৌদ্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দর্শন করার দুর্দান্ত অনুভূতি। একেবারে নিরালায় কাটানোর সেরা জায়গা। সিকিমের রংপো থেকে দূরত্ব ২৯ কিলোমিটার। এই ছোট্ট গ্রামটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ বাংলো। যেগুলি দেখলে বোঝা যায় ব্রিটিশ আমল থেকেই জায়গাটি পরিচিত। হোমস্টে খুব

একটা নেই, জনসংখ্যা ও খুব একটা বেশি নয়। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এই গ্রামে বসবাস করেন। উত্তরবঙ্গের শেষ গ্রামে যেতে হলে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে কালিম্পং এ যেতে হবে, এরপর কালিম্পং থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে যাওয়া যাবে। যারা নিরালায় নিভৃতে কাটাতে পছন্দ করেন তাদের জন্য অসাধারণ এই ছোট্ট গ্রাম। শহরের কোলাহলমুক্ত, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সঙ্গে রয়েছে টাটকা বাতাস। নিরালায় কাটানোর অন্যতম সেরা জায়গা।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা ধানের চারা রোপণ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকায় রাস্তার অবস্থা বেহাল। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন ধানের চারারোপন করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল কমিটি। তাদের অভিযোগ, ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কোনো কাজ করেননি। অনেকদিন ধরে এই রাস্তার বেহাল দশা। প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হয় পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়াদের। অল্প বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়, কাঁদা জমে যায়। যার ফলে মাঝে মাঝে ঘটে দুর্ঘটনা। সেই কারণে আজ রাস্তায় ধানের চারা

রোপণ করে অভিনব পদ্ধতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপির এক নম্বর মণ্ডল কমিটি শামিল। যদি দ্রুত এই রাস্তা সংস্কার না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সদস্যরা।

কাজের খবর

এয়ারফোর্সে র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় বিমানবাহিনী 'গ্রুপ– ওয়াই' (নন টেকনিক্যাল) ক্যাটেগরিতে 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' (উইথ ডিপ্লোমা/বিএসসি ইন ফার্মাসি) ট্রেডে 'এয়ারম্যান' পদে সরকারি র‍্যালির মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে কিছু ছেলে নিচ্ছে। র‍্যালি হবে ১২ সেপ্টেম্বর তেকে ২০ সেপ্টেম্বর, এই ঠিকানায় : এয়ার ফোর্স স্টেশন ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩১২২। কারা কোন পদে আবেদনের যোগ্য।

মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরিজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেরা মোট অন্তত ৫০% ম্বর পেয়ে থাকলে আর ইংরেজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে সরাসরি র‍্যালিতে অংশ নিতে পারেন। ওইসব বিষয় নিয়ে ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরাও ওই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২৬–১২–২০০২ থেকে ২৬–১২–২০০৬'এর মধ্যে।

মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (উইথ ডিপ্লোমা/বি.এসসি.ইন ফার্মাসি) : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, আয়োলজি ও ইংরিজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ বিবাহিত ও অবিবাহিত ছেলেরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর সেইসব রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিলর বা, ভারতীয় ফার্মাসি কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে ফার্মাসির বিএসসি কোর্স পাশ কিংবা ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। অতিবাহিত প্রার্থীদের বেলায় জন্ম–তারিখ হবে ২৬–১২–১৯১৯ থেকে ২৬–১২–২০০৪'এর মধ্যে। বিবাহিত প্রাথীদের বেলায় জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৬–১২–১৯৯৯ থেকে ২৬–১২–২০০২'এর মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা দরকার। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে প্রতি চোখ ৬/৩৬, যা চশমা পড়ে ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৬ মিটার দূর থেকে ফিসফিস শব্দ শোনায় দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়া ভালো দাঁতের পাটি ও ত্রুটিহীন স্বাস্থ্য দরকার। ফিটের অসুখ, সাইক্রিয়াটিক যন্ত্রণা থাকলে আবেদন করবেন না। মোট ২০ বছরের চাকরি, যা ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তে পার। শুরুতে ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ১৪,৬০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২৬,৯০০ টাকা পাবেন। এই পদ থেক মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার পদ পর্যন্ত পদোন্নোতির সুযোগ আছে। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা : প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথম শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, অ্যাডপটাবিলিটি টেস্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এছাড়াও ২০ বার ওঠবোস, ১০ বার সিট আপ ও ১০ বা পুশআপ দিতে হবে। এরপর লিখিত পরীক্ষা হবে। অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ইংরিজি, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। প্রতিটি পেপারে যাঁরা কোয়ালিফাইং মার্কস পাবেন, তাদের অ্যাডপটাবিলিটি টেস্ট দিতে হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ওইদিন খেলার সরঞ্জাম আর এইচ বি পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, আঠা, স্টেপলার, কালো বা নীল কালির বল পয়েন্ট পেন নিয়ে যাবেন। সফল হলে ইন্টারভিউ/ডাক্তারি পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিন কান দাঁত পরিষ্কার করে যাবেন। মোট ২–৩ দিনের পরীক্ষা দেওয়ার মানসিকতা নয়ে যাবেন। থাকার ব্যবস্থা প্রার্থীরই।

সব পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ব্যারাকপুরে ও এয়ারমেন সিলেকশন সেন্টারে ২৪ নভেম্বর। এছাড়াও জেলা শাসকের অফিসে ও এই ওয়েবসাইটে সফলদের তালিকা পাবেন : www.airmenselection.code.in পরীক্ষার দিন জুতো, প্যান্ট ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে যাবেন।

দরখাস্ত কোথাও পাঠাতে হবে না। সরাসরি র‍্যালি হবে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থীদের হাজির হতে হবে সকাল ৬টার আগে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও সিকিম রাজ্যের প্রার্থীদের 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের র‍্যালি হবে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর।

ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রার্থীদের 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের র‍্যালি হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, সিকিম, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রার্থীদের 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (উইথ ডিপ্লোমা/বিএসসি ইন ফার্মেসি)' পদের র‍্যালি হবে ১৮ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.airmenselection.odac.in.

১৩৯ অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা হুগলি জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া, জাঙ্গিপাড়া, আরামবাগ, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন ব্লকে কাজের জন্য 'অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা' পদে ১৩৯ জন তরুণী দেওয়া হচ্ছে। ক্লাস এইট পাশ তরুণীরা আবেদন করতে পারবেন।

সবকটি পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৩'র হিসাবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২,৮৫০ টাকা। অতিরিক্ত ভাতা ৪,০৫০ টাকা। শূন্যপদ : পাণ্ডুয়া সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রে ৭৯টি, জাঙ্গিপাড়া সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রে ১৯টি। আরামবাগ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রে ২৭টি। ভদ্রেশ্বর সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রে ৭টি। চাঁপদানি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রে ৯টি।

প্রার্থী বাছাই হবে প্রথমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২ ঘণ্টার ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় (১) ১৫০ শব্দের ওপর প্রবন্ধ লেখা ১৫ নম্বর, (২) অঙ্ক ২০ নম্বর, (৩) নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ ও মহিলাদের স্ট্যাটাস ১৫ নম্বর, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ২০ নম্বর, (৫) জেনারেল নলেজ ২০ নম্বর। পরীক্ষায় পাশ করলে তারপর ইন্টারভিউ হবে ১০ নম্বর। সবকটি পদের জন্য দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.hooghly.nic.in দরখাস্ত করার আগে এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন : (১) এখনকার তোলা এক কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২৫ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (২) প্রথমে সাদা কাগজের ওপর সই করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করতে হবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্লকের অফিসে বা, পঞ্চায়েত অফিসে।

কোলফিল্ডে ৩৩৮ অপারেটর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নদার্ন কোল ফিল্ড লিমিটেড শোভেল অপারেটর (ট্রেনি), ডাম্পার অপারেটর (ট্রেনি), সারফেস মাইনার অপারেটর (ট্রেনি), ডোজার অপারেটর (ট্রেনি), ডাম্পার অপারেটর (ট্রেনি), গ্রেডার অপারেটর (ট্রেনি), পে লোডার অপারেটর (ট্রেনি), ক্রেন অপারেটর (ট্রেনি) পদে ৩৩৮ জন লোক নিজে। মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী হলে ৪৫%, ও বি সি হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা ভারি পাড়ি চালানের বৈধ লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স গুনতে হবে ৩১–৮–২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবি সি–রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে দৈনিক ১৫০২.৬৬ টাকা। শুরুতে ৩ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ শোভেল অপারেটর (ট্রেনি) ৩৫টি (জেনা ১৫, ইডব্লুএস ৩, ও বি সি ৫, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ৭), ডাম্পার অপারেটর (ট্রেনি) ২২১টি (জেনাঃ ৯০, ই. ডব্লু.এস ২১, ও বি সি ৩৩, তঃ জাঃ ৩৩, তঃ উঃ জাঃ ৪৪), সারফেস মাইনর অপারেটর (ট্রেনি) ২৫টি (জেনাঃ ১২, ই ডব্লু এস ২, ও বি সি ৩, তঃ জাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫), ডোজার অপারেটর (ট্রেনি) ৩৭টি (জেনাঃ ১৬, ই ডব্লু এস ৩, ও বি সি ৫, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ৮), গ্রেডার অপারেটর (ট্রেনি) ৬টি (জেনাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ১), পে লোডার অপারেটর (ট্রেনি) ২টি (জেনাঃ, ক্রেন অপারেটর (ট্রেনি) ১২ টি (জেনাঃ ৭, ই ডব্লু এস ১, ও বি সি ১, তঃ জাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ২)। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষা হবে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় পাবেন। কম্পিউটার টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.nclcil.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মোটর ভেহিক্যাল লাইসেন্স সহ ইত্যাদি কপি স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১.১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, বিকাল ৩ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর
২৫.০৮.২০২৩

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। আগামী তিন বছরের কার্যকরী কমিটি গঠন।
৫। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। বিবিধ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণে বিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা বাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : বন্ধুর প্ররোচনায় মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিবেশির কার্যকলাপে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা সত্ত্বেও পদোন্নতির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্রনাম পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়রে সম্ভাবনা। চাকরিতে বিপত্তি ঘটলে তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের অবসান। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। কর্মোন্নতিতে বাধা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঈশ্বরানুরাগী এবং দেবতার আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার দিন দিব্যাঙ্গদের ভোজন করান।

সিংহ রাশি : সমাজসেবামূলক কর্মে সাফল্য। বন্ধুর সাহায্যে নতুন পথের সন্ধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কোনো দুষ্টলোকের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকুন।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। জনহিতকর কর্মে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। পরিবারের গুরুদায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও রূঢ় আচরণের দরুণ মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নত। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। মামলার ফল নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। প্রশাসনিক স্তরে পদোন্নতি ও মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পৈতৃক ব্যবসায় সাফল্য। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোন বা প্রতিবেশির সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য। বিলাসব্যসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করার প্রয়োজন নতুনবা বিপত্তি হতে পারে। গুপ্ত শত্রুতা থাকলেও সম্পর্কের উন্নতর সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ মন্দায় নম পাঠ করুন।

ধনু রাশি : অন্য মনস্কতার দরুন কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ নাও হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' পাঠ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে হতাশা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। সামাজিক কাজকর্মে মানসম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ কর্মে আগ্রহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার :: প্রতিদিন ২১ বার ওঁ শিব, ওঁ শিব জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পুরনো অসুখের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধির দরুন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মোন্নতিতে বাধা। কর্মস্থলে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ পাঠ করুন।

মীন রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। দাম্পত্যে অশান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। কর্মস্থলে ষড়যন্ত্রের শিকার। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্পত্তি অন্যের কাছ থেকে দখল নিতে সমস্যা। প্রিয়জনের বিবাহে বাধা। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন কেতুর পুজো করুন।

শব্দবার্তা ২৬১

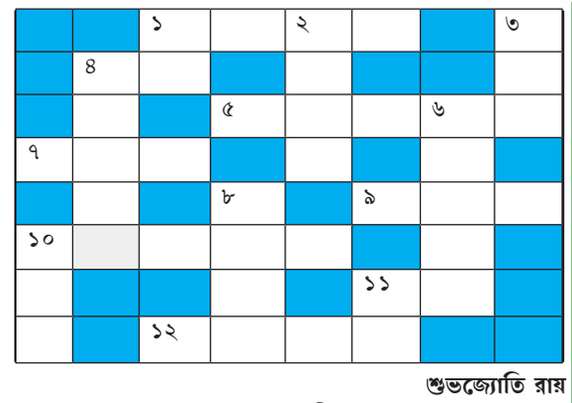

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মণিময় কণ্ঠ হার ৪। প্রভাব ৫। আশাতীত সুন্দর বা ভালো ৭। অধিকার ৯। 'আমরা — রাজা' ১০। জজ সাহেব ১১। লোহার লাঠি, ডাণ্ডা ১২। পরোয়ানা।

উপর–নীচ

১। সম্মতি, সমর্থন ২। ঐকতান ৩। ঈশ্বর, দেবতা ৪। ব্যক্তিগত খুচরো ব্যয় ৫। চুন–অঙ্গার ঘটিত এক রকমের দ্রব্য ৮। মঙ্গলসাধন ১০। ধ্বংস, লোপ ১১। নিযুক্ত।

সমাধান : ২৬০

পাশাপাশি : ১। প্রভূত ৪। মিনতি ৫। সদরআলা ৬। দরবার ৭। আমচুর ৯। ইমানদার ১১। বাটালি ১২। লহর।

উপর–নীচ : ১। প্রতিসর ২। তস্কর ৩। কমলাকর ৪। মিহির ৬। দলাইলামা ৭। আরবার ৮। চুকলি ১০। নকল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাঘের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকার মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আতঙ্কে রাাতে ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের নাদাভাঙ্গা মাঝেরপাড়া এলাকার বাসিন্দারা বাঘজাতীয় একটি জন্তুকে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পায়। মাঝে মধ্যে নাকি গর্জনও করছে। আতঙ্কিত হয়ে খবর দেওয়া হয় কাকদ্বীপ পুলিশ ও বনদপ্তরকে।

পুলিশ ও বনদপ্তর তল্লাশি চালানোর পরেও এখনো পর্যন্ত বাঘের খোঁজ পায়নি। তবে এলাকায় আতঙ্ক কাটেনি। নাদাভাঙা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ছায়া সামন্ত জানায় রাত থেকেই এলাকার মানুষজন বাঘের মত একটি জন্তুকে দেখতে পায়।

মানুষজন জড়ো হয়ে ছুটে আসলে ওই জন্তুটি পালিয়ে যায়। এমনকি বাঘের মতন পায়ের ছাপও রয়েছে তার। মাঝেমধ্যে গর্জন ও করে উঠছে। তবে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা।

দেরিতে আসায় তালা মেরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি ১ নং ব্লকের মহুলা পাঁচকাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিদিন দেরি করে। এলেও তারপর আডডা মারতে বাইরে চলে যায়। এবার ওই শিক্ষক কৈলাশ নন্দী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুকনিয়া হেমব্রমকে তালা মেরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী প্রসেনজিৎ মন্ডল বলেন, প্রতিদিন দেরি করে আসে ভালো করে পড়ায় না। তাই বিক্ষোভ দেখিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুকনিয়া হেমব্রম বলেন, শিক্ষক দেরিতে আসে বলে তালা মারে গ্রামবাসীরা। এসআই অফিসের কর্মী শুভঙ্কর সিংহ বলেন বিভিন্ন কারণে গ্রামবাসীরা তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায়। বিডিও স্যার এবং এসআই ম্যাডামকে লিখিতভাবে জানানো হবে বলায় তালা খুলে দেয়।

৭দিন খারাপ হাসপাতালের এক্স–রে মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সাতদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে সিউড়ি সদর হাসপাতালের এক্স–রে মেশিন। ফলে বিপাকে পড়েছেন রোগীরা। কিন্তু নির্বিকার কর্তৃপক্ষ। লাভপুর ব্লকের মানিকপুর গ্রামের রিন্টু মন্ডল বলেন, বুকে জল জমেছে। সাতদিন ধরে এক্স–রে মেশিন খারাপ, ছবি হলো না। বলছে, আরো সাতদিন সময় লাগবে মেশিন ঠিক হতে। নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা দীঘলগ্রামের টুসি খাতুন বলেন, বাচ্চা হওয়ার আগে ডাক্তার ছবি করতে বলেছে কিন্তু মেশিন খারাপ । গরিব মানুষ বাইরে কোথায় ছবি করাবো । দমদমা গ্রাম থেকে আসা মীর মান্নান বলেন, পরিবারের সদস্য অসুস্থ। ডাক্তার সিটি স্ক্যান করতে বলেছে, কিন্তু মেশিন খারাপ । বিল্ডিং করেছে কিন্তু সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা নেই। বাইরে করতে গেলে এগারো বারোহাজার টাকা লাগবে। গরীব মানুষ এতোগুলো টাকা কোথায় পাবো?

বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বনগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বামনীগ্রামের বিজেপি বুথ সভাপতি প্রশান্ত পালের বাড়িতে উনিশে আগস্ট রাত ১০.৪০ সময় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী দলবল নিয়ে আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। বিজেপি বুথ সভাপতি প্রশান্ত পাল বলেন, রাত ১০:৪০ সময় তৃণমূল বুথ সভাপতি অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বিকাশ চট্টরাজ,ভুবনেশ্বর পাল সহ চল্লিশজন তৃণমূল দুস্কৃতী বাইরে থেকে হামলা চালায় আমার বাড়িতে। অশ্লীল গালিগালাজ করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে । মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। সাঁইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে প্রশান্ত পাল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

বেহাল রাস্তার দুর্দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া রেলপথের সিউড়ি স্টেশনের কাছে সিউড়ি – বোলপুর রাস্তার সিউড়ি হাটজনবাজার লেভেল ক্রসিং–এ উড়ালপুল নির্মান হচ্ছে। সেইজন্য রাস্তা খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। দুর্দশা সাধারণ মানুষের। বৃষ্টি হলে তো পোয়া বারো। গর্তে জল জমে পুকুরের আকার ধারণ করে। টোটোচালক টোটোন মাল বলেন, প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় রাতেবেলায় আলো থাকে না। অনেকে না জেনে ঢুকে যায়। দোকানদার সুষমা বিবি বলেন, প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। চরম আতঙ্কে আছি।

৫০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরে চব্বিশ পরগণার গোপালনগর থানার পুলিশ প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম শঙ্কর পাণ্ডে। বয়স ৪৩। ধৃতের বাড়ি চাকদহ থানার অন্তর্গত চাপাতলা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুড়িঘাট ব্রিজে তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভাজন একটি পেন ড্রাইভ উদ্ধার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর গোপালনগর থানার পুলিশ। টোটোতে থাকা শঙ্করের আর এক সহকারী পালিয়ে যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই গাঁজা পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল পাচারকারীদের। ধৃতকে গোপালনগর থানার পক্ষ থেকে বারাসত জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদীবাঁধ ভাঙন

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার আশ্বাস বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী :প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ ও জ্যোতিষপুর গ্রামপঞ্চায়েত সংযোগকারী বিদ্যাধরী নদীর শাখার উপর 'জানার খেয়াঘাট' নামক একটি খেয়া ছিল। সেখানে বিগত বাম সরকারের আমলে এক লকগেট তৈরি করা হয়। দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে খারাপ হয়ে আছে সেই লকগেট। সেই লগ গেটের এখন অবস্থা জরাজীর্ণ। বহুবার এই লগ গেট ভেঙে গ্রামে নদীর লবণাক্ত জল ঢোকার ঘটনা ঘটেছে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল সোমবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বাসন্তী ব্লকের সেচ ও জলপথ দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মনোজিৎ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন আধিকারীকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় লগ গেট মেরামতির আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। দক্ষিণ

২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ ও জ্যোতিষপুর এলাকায় অবস্থিত এই গেটটির ওপর স্থানীয় মানুষের চাষবাস নির্ভর করে আছে। বিদ্যাধরী নদীর নোনা জল এই লকগেট আটকে রাখে।

অন্যদিকে, বিরীঞ্চিবাড়ি এলাকায় বিদ্যাধরী নদী বাঁধের অবস্থা সঙ্কটজনক। বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে যাওয়া প্রায় তিন কিলোমিটার নদী বাঁধ মেরামতিরও আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। এছাড়াও এদিন বাসন্তী ব্লকের ১ নম্বর গরাণবোস এলাকার মাতলা নদীর বাঁধ, হোগল নদীর বাঁধও পরিদর্শন করে তিনি বলেন, 'স্থানীয় মানুষের অনেক দিনের দাবি নদী বাঁধ নির্মাণ। বিভিন্ন নদীবাঁধ ভেঙে গেলে হাজার হাজার মানুষ নদীর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হয়ে যাবে। সেই কারণেই দ্রুত মেরামতি দরকার।সাময়িক ভাবে কোটাল কিংবা জলোচ্ছ্বাস কোন প্রকার যাতে ক্ষতি করতে না পারে,তারজন্য যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি পরিকল্পনা করে যাতে শক্তপোক্ত নদীবাঁধ তৈরী করা যায় সেই উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।' উল্লেখ্য সমগ্র সুন্দরবনের মোট নদীবাঁধ ৩৫০০ কিমি। বিগত ২০০৯ সালে আয়লা তান্ডবে ৭৭৮ কিমি নদীবাঁধ সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার সুন্দরবনের বাঁধ মেরামতির জন্য ৫০৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় একশো কিলোমিটার নদীবাঁধ কংক্রিটের তৈরি হয়। পরবর্তীতে কাজ থমকে যাওয়ায় সুন্দরবনের নদীবাঁধ সমস্যা সমাধান বিশবাঁও জলে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি

অরিজিৎ মন্ডল, মন্দিরবাজার : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার বিধানসভার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি।

শনিবার বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উপস্থিতিতে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা হয়। পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান হন বিজেপির রাহুল সর্দার ও উপ–প্রধান নির্বাচিত হন রুপা হালদার। প্রসঙ্গত, গত ১০ আগস্ট কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন স্থগিত রাখায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্তারা। এরপর শনিবার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি। মূলত কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৯ এর মধ্যে বিজেপি ১০ নির্দল ১ তৃণমূল ৫ এবং আই এস এফ পেয়েছে

৩টি । তবে নির্দল সমর্থিত জয়ী প্রার্থী বিজেপিতে যোগদান করার বিজেপির সদস্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১১ জন। আজকের জয়ের পরই গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অন্যদিকে এই জয়ের বিষয়ে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, এই জয় গণতন্ত্রের জয় এই জয় মানুষের জয়। এর আগেও ২০১৮ সালে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করলেও তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে বোর্ড গঠন করতে দেয়নি। এবারেও পরিকল্পিতভাবে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদেরকে মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কোর্টের নির্দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলাম। আগামী দিনে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর।

আসন্ন লোকসভাকে পাখির চোখ করে এক ছাতার তলায় বনগাঁ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতে না মিটতে ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁয় মাঠে নামল গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসর অভিযোগ তুলে গত সপ্তাহে সরব হতে দেখা গেল বিজেপি বিধায়কদের। গোষ্ঠী কোন্দল ভুলে প্রায় পনেরো হাজার বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন তারা। এদিনের মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রিয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল, বিধায়ক অম্বিকা রায়, বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, বিধায়ক অসীম সরকার, সুব্রত ঠাকুর সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বনগাঁ মতিগঞ্জ মোড় থেকে বনগাঁ রামনগর রোডের অস্থায়ী মঞ্চ পর্যন্ত চলে এই মিছিল। শাসক দলের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের নিয়ে প্রশাসনিক মদতে ভোট গণনার অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোট লুঠ, ছিনতাই হয়েছে। তৃণমূলের যিনি বনগাঁর সাংগঠনিক সভাপতি, তিনি বিজেপির বিধায়ক। তার নেতৃত্বে বহিরাগত ক্রিমনালদের এনে প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ভোট গণনা সহ ভোট প্রক্রিয়ার সবটাই লুঠ এবং ছিনতাই হয়েছে। আগামী লোকসভায় বনগাঁর মানুষ এর জবাব দেবে, আজকের এই মিছিল তারই এক প্রারম্ভিক নমুনা।' গোষ্ঠী কোন্দল প্রসঙ্গে দেবদাস বলেন, 'আমাদের আগেও কোনও পার্থক্য ছিলনা, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কারণ এটা বিজেপি দল। চোর–চোরটাদের দল নয়।'

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা

সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'নতুন এই 'ইন্ডিয়া' জোটকে ওরা ভয় পাচ্ছে। আর এই ভোট লুঠ, ছিনতাই এসব বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে, তৃণমূলের নয়। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির যে ক'জন নির্বাচিত সদস্য তাদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাদের মতামতের ভিত্তিতেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। আসলে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের একের পর এক জয় দেখে বনগাঁ বিজেপি আতঙ্কিত। এজন্যেই দেবদাসবাবু প্রলাপ বকছেন।'

সাপের কামড়ে মৃত শিশুকে ভাসালো নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন মনসামঙ্গল কাব্যের দৃশ্য। সাপের কামড়ে মৃত লক্ষিন্দর কলার ভেলাতে ভাসছে নদীতে। তবে লক্ষিন্দর ফিরে এলেও ফিরলো না সাপের কামড়ে মৃত কাকদ্বীপের শিশু। আবারো মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের ছায়া কাকদ্বীপে। সাপের কামড়ে মৃত শিশুকে ভেলায় করে নদীতে ভাসালো পরিবার এবং গ্রামবাসীরা। তাদের বিশ্বাস ছিল পুনরায় বেঁচে ফিরবে তাদের শিশু সন্তান। কিন্তু তা আর হলো না।

অবশেষে পুলিশ নদী থেকে ওই শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো হাসপাতাল মর্গে।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত প্রসাদপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার হারুউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত প্রসাদপুর এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় আড়াই বছরের তুসান দাসের। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে নিজের বাড়িতে ছোট্ট তুসানকে সাপে কামড়ায়। তারপর পরিবারের লোকজন তুসানকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। হাসপাতাল থেকে তুসানের দেহ নিয়ে আসার পরে কলা গাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে স্থানীয় নদীতে তুসানের দেহ ভাসিয়ে দেন পরিবারের লোকজন। নদীতে ভেলাটি ভাসতে ভাসতে বুধবার দুপুরে প্রসাদপুর এলাকায় নদী বাঁধের পাইলিনের গায়ে গিয়ে আটকে যায়। তখনো ভেলাটিতে রয়েছে মৃত তুসান। ঘটনার খবর চারিদিকে চাউর হতেই এলাকার লোকজন নদীর ঘাটে এসে পৌঁছায় ভেলা দেখতে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশও। পুলিশ পৌঁছে নদীতে থাকা ভেলা থেকে আড়াই বছরের শিশু তুসাণ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কারা আই, জি–র খামখেয়ালিপনায় মন্ত্রীর বিরক্তি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে পশ্চিমবঙ্গ কারারক্ষী সমিতির সম্পাদক শ্রীসাধন দাসকে বদলির আদেশ দেওয়ায় কারামন্ত্রী আই জির প্রতি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট আই. জি. সাহেব একইদিনে দুবার শ্রীসাধন দাসের বদলির নির্দেশ দেন। সকালে বসিরহাটে এবং দুপুরে বর্দ্ধমানে। অবশেষে কারামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঐ বদলির নির্দেশ বাতিল হয়। ইউনিয়ানের কর্মকর্তাকে বদলি করা হবে না– কারামন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কারারক্ষী সমিতি যেমন খুশী আমরাও মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সাধুবাদ জানাই। কিন্তু কারাবিভাগের আই, জি সাহেবের খামখেয়ালিপনা, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা সম্পর্কে আলিপুর বার্তায় যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে কারামন্ত্রী কি করলেন?

আজও স্পেশাল জেলে বিচারাধীন বন্দীরা পশুর মত দিন কাটাচ্ছে আর সমগ্র কারা প্রশাসন জুড়ে চলেছে দুর্নীতি আর খেয়াল খুশীর রাজত্ব। বদলীর ব্যাপারে মন্ত্রী যে তৎপরতা দেখিয়েছেন সেই তৎপরতা ব্যর্থ প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কেন?

৭ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, ২৫শে আগস্ট ১৯৭৩, ৮ই ভাদ্র ১৩৮০, শনিবার।

পাথর ব্যবসায়ী খুনের নেপথ্যে তোলাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পাথরখাদান থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে মহম্মদবাজার ব্লকের দর্শনদড়িয়া এবং সারেনডা গ্রামের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হয় পাথর ব্যবসায়ী তাপস দাস (৩৮)। গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর পেয়ে তাপসের ভাইরা এসে গুলিবিদ্ধ তাপসকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের বাড়ী কাপিসটা গ্রামপঞ্চায়েতের কেন্দ্রসরাল গ্রামে। পাঁচামিতে ছাড়াও হার্ডওয়ার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান আছে তাপসের। মৃতের দাদা রাজু দাস এবং মেজোভাই উজ্জ্বল দাস বলেন, একজন ফোন করে বলে মাঠে দাদা পড়ে আছে। গিয়ে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। প্রথমে ভেবেছিলাম দুর্ঘটনা হয়েছে হাসপাতালে এসে জানতে পারলাম গুলি লেগেছে। ব্যবসায়ী ছিল, কোনো শত্রু ছিল না। রাজনীতি করতো না। পুলিশ এসেছিল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন আসে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাত রায় বলেন, মাঠে ছিলাম। লাশ পড়ে আছে খবর পেয়ে এসে দেখি দুই গাড়ী পুলিশ এসে লাশ নিয়ে চলে গিয়েছে। পাথর থেকে ফেরার এই একটাই রাস্তা। ভাই সজল দাস বলেন, সালাউদ্দিন খান বলে একজন টাকার জন্য দাদাকে ফোনে হুমকি দিতো। আমার মনে হয় সেই এই কাজটা করা করিয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি। দাদার সঙ্গে থাকা কাগজপত্র মোবাইল আততায়ীরা নিয়ে চলে গিয়েছে। তাপসের মা, বৌ, দুই সন্তান আছে। বাড়িতে উঠে কান্নার রোল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বজবজ টাঙ্ক রোড। অহরহ ঘটছে দুর্ঘটনা। রাস্তা সারাইয়ের শিলান্যাসও হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই কিন্তু এখনও শুরু হয়নি সেই কাজ। তারই প্রতিবাদে এবং রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে মোল্লার গেটে রাস্তা অবরোধ করে সবিতা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ছবি: অরুণ লোধ

INDIAN COAST GUARD, MINISTRY OF DEFENCE, (GOVT. OF INDIA)

Requires approx. 2800 to 3000 sq.ft office space having minimum 10 rooms at same floor on hire in the vicinity of Frazerganj/ Bakkhali/ Jeti Ghat area with following conditions:-

(a) Connected with Main Road.
(b) Availability of adequate Parking Area.
(c) Independent Water/Electricity.
(d) Annual Maintenance of Building by Owner.
(e) The Building plan should be approved by Government of WB.
(f) Land plot should be registered as residential/commercial.

Interested bidder may forward details of property and expected rent quoted (in sealed envelope) per sq.ft for Plinth Area including Taxes (if any), within 10 days of publishing this advertisement to ICGS Frazerganj.

For more details contact : Tel: 8373099183
E Mail: cgs-fzr@indiancoastguard.nic.in

রাজপুর সোনারপুরে অনৈতিক ইমারতের বাড়বাড়ন্ত

সুব্রত মন্ডল : সারা বছর ধরে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনেক রকম ইতিবাচক প্রচার দেখে অভ্যস্ত আমরা। যেমন ধরুন 'জল ভর জল ধরো' অথবা 'আপনার এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখুন', ভবিষ্যতকে সুন্দর পরিবেশ দেওয়া আমার আপনার হাতে ইত্যাদি –ইত্যাদি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একপ্রকার প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে একশ্রেণীর অসাধু চক্রের মদতে বিনা অনুমতিতে গড়ে উঠেছে বাড়ি, দোকান। বেআইনিভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে বড় বড় জলাশয়। আপনি যদি সোনারপুর এলাকার কামরাবাদ এক এবং দুই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করেন, তাহলে খুব সহজেই চোখে পড়বে যে ৩ বছর আগে দেখে যাওয়া পুকুরের আর কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আস্ত একখানা বাড়ি কিংবা দোকান ঘর। এটা একটা উদাহরণ মাত্র। একটু শহরের দিকে এগিয়ে আসুন দেখবেন, অনৈতিকভাবে পি ডব্লিউ ডি রাস্তার উপরে সুন্দর সাজানো গোছানো দোতলা দোকান। অন্যদিকে, সোনারপুর চাঁদমারি ঝিল অর্থাৎ

আম্বেদকর ভবন পার্টি অফিসের পাশ থেকেই ইমারতের বাড়বাড়ন্ত দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আশেপাশের এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ।

চাঁদমারি বাসিন্দাদের অভিযোগ রাত ৯টা না বাজতেই চাঁদমারি ঝিলের পাশে মদের আসর বসে। এ নিয়ে মাঝে ঝামেলা ও হয়েছে। সে সমস্ত অভিযোগ আমাদের কাছে উঠে এসেছে। আরো একটু এগিয়ে গেলেই অতুল কৃষ্ণ গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুল। ঠিক তার বিপরীতে পিডব্লুডি রাস্তার উপরেই নবরূপে তৈরি হয়েছে দোকান। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে একজন শিক্ষিত রুচিশীল সাধারণ মানুষ সকাল দশটায় –ছটা অফিস করে তার কাছে এর প্রভাব কতটা? বেআইনি কারবারিদের কাছে এর কোন মূল্যই নেই। কারণ তাদের কাছে এটা খুব পরিষ্কার যে এই ধরনের মানুষ প্রতিবাদের পথে সহজে পা রাখেন না। যতক্ষণ না নিজের গায়ে আঁচড় লাগবে। ওইসব দুষ্টু চক্রের এইখানেই বাজিমাত। স্থানীয় প্রশাসন সে পুরসভা হোক বা পঞ্চায়েত যদি এইসব কর্মকাণ্ডে উদাসীন হয় তাহলে তো কথাই নেই। নেপোয় মারে দই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সদিচ্ছাতে সাধারণ মানুষের জন্য এত রকম ইতিবাচক প্রকল্পের সুন্দর রূপায়ণের পরও কিছু অসাধু অনৈতিক ব্যক্তির কাজকর্মে যদি প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়া হয় তখন সেই দশটা –ছটা খেটে খাওয়া সাধারণ লোকের নীরব প্রতিবাদ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে না তো?

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আয় আয় চাঁদমামা

চাঁদে ভারতের সূর্যোদয় নিয়ে ইতিমধ্যে দেশ ও বিদেশের শুধু বিজ্ঞানী মহলে নয়, সাধারণ মানুষ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম উদ্ভাসিত। জাতির জীবনে এমন পরম লগ্ন খুব অল্পই আসে। অলিম্পিকে স্বর্ণজয় কিংবা পরমাণু পরীক্ষায় সাফল্য অতীতে ভারতের বিজয় মুকুটে রঙিন পালক সংযোজিত করলেও তা ছিল একান্তই ভারতবাসীর নিজস্ব অর্জন।

ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান শাখা ইসরোর বিজ্ঞানীরা যে দৃঢ়চেতা মানসিকতা নিয়ে এগিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদের কোন ভাষাই যথেষ্ট নয়। ৬১৫ কোটি টাকার এই বাজেট নিয়ে কোন কোন মহল থেকে উষ্মা প্রকাশ করলেও বাস্তবে মুম্বাই এর কোন কোন সাম্প্রতিক কালের সিনেমা তৈরির খরচ প্রায় চন্দ্রায়ণ–৩ প্রকল্পের কাছাকাছি। ২০১৯এ চন্দ্রযান–২ এর শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ার কারণ খুঁজতেই একবছর লেগে গিয়েছিল বলে ইসরোর চেয়ারম্যান ড. এম সোমনাথ এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। 'ফেলিওর বেসড আপডেট'–এর নীতিতে অটল টিম ইসরো গর্বিত করেছে ভারতবাসীকে। চাঁদের যে অংশের ছবি অধরা ছিল ভারতের বিজ্ঞানীদের বদান্যতায় আজ তা স্পষ্ট হয়েছে। প্রয়াত মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই এক বিমান দুর্ঘটনায় অকালে মারা যান। তাঁর স্মৃতিতেই বিক্রম আজ চাঁদের মাটিতে মাইনাস ১৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে আদিত্য বা সূর্যের অভিমুখে ভারতীয় মহাকাশ যান পাড়ি দেবে বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে মঙ্গলযান লক্ষ্যের পথে ছুটে চলেছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় শুধুমাত্র ভারত নয়, বিশ্ববাসী উপকৃত হবে। বিশ্বের মহাকাশ ক্লাবে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে আজ ভারতও অন্তর্ভূক্ত হল। ইতিমধ্যে ইসরো বাণিজ্যিকভাবে বহু দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে সফলভাবে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এমনকী প্রতিবেশি বাংলাদেশের কৃত্রিম উপগ্রহকেও সঠিক কক্ষপথে পৌঁছে দিয়েছে ইসরোর রকেট।

চন্দ্রায়ণের কৃতিত্বের দাবিদার হতে ভারতের মতো বৃহত্তর গণতন্ত্রের দেশে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। বিশেষ করে তাদের আইটি সেল সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে অতিসক্রিয়।

শাস্ত্রে বলা হয় মহাদেবের তিন চক্ষুর মধ্যে একটি অগ্নি, অন্য দুটি সূর্য ও চন্দ্র। শশাঙ্ক সুন্দর সোমনাথ শিবের নাম। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে লোকাচরের সঙ্গে, সংগীত, সাহিত্য, রূপকথায়, লোককথায় চাঁদের মাহাত্ম্য অপরিসীম। আজ ভারতের ঘরে ঘরে চাঁদ মামার চর্চা চলছে। প্রধানমন্ত্রী সেদিন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে সঠিকভাবেই বার্তা দিয়েছিলেন যে চাঁদা মামার বাড়িতে ট্যুর বা বেড়াতে যাওয়া যাবে। ভারতবাসীর মত বাঙালিও আবেগ প্রবণ তাই সূর্য্যিঠাকুর হলেও কখনও কখনও মামাও বাল্য শৈশবের চাঁদমামা আজও বৃদ্ধ–প্রৌঢ়কে আচ্ছন্ন করে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বাক্যে মেধায়, শ্রবণে তাঁকে জানা যায় না, মুক্ত পুরুষ নিজবোধে তাঁকে জানতে পারেন।

সাংখ্য, বেদান্ত, শূণ্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী তাঁকে যথাক্রমে পুরুষ, ব্রহ্ম, শূণ্য এবং বিশুদ্ধবিজ্ঞান নামে অভিহিত করেন। এই পরমাত্মাই সূর্যাদি জ্যোতির্মণ্ডলীর প্রকাশক এবং কর্তা, ভোক্তা, অনুমন্তা, ও দ্রষ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। সূর্য্য যেমন প্রভাময়, পরমাত্মাও সেরকম চিদপ্রকাশ।

ব্রহ্মা–বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ সূর্য্যকিরণের মত পরমাত্মার কিরণধারা, সাগরে তরঙ্গের মত জগৎ পরমাত্মারই অঙ্গে তরঙ্গায়িত, সকল দৃশ্য তাতে বিলীন হয়। প্রদীপের আলোতে যেমন সকল প্রকাশিত হয় তেমনই সমগ্র বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ড তাঁর জ্যোতিতে প্রকাশিত। তাঁর অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই উৎপন্ন হতে পারে না। তাঁর শক্তিতে সকল কিছুই কার্য্যশীল হয়। রাম! দেবগণের তিনি পরম দেবতা, জ্ঞানযোগেই তাঁর একরূপতা অধিগম্য হয়। তিনি দূরে নন, তিনি নিকটেও নন, তিনি সহজলভ্য নন, আবার আয়াসলভ্যও নন। নিজদেহ মধ্যেই পূর্ণানন্দ স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। দান, ব্রত, তপস্যাদিতে তত্ত্বজ্ঞান এবং পরমাত্মা লাভ করা যায় না। একমাত্র স্বরূপে অবস্থান করেই তাঁকে পেতে হয় এবং তাতেই জীবন্মুক্তি সম্ভব। 'সর্বদাসাক্ষীভূত এই সেই পরমাত্মা'– যিনি এমনটি জানতে পারেন তিনিই জীবন্মুক্ত হয়ে থাকেন।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভো! আপনি যে পরমাত্মার কথা বললেন, 'তিনি কোথায় কিভাবে অবস্থিত? আমি তাঁকে কিভাবে জানতে পারব? বশিষ্ঠ বললেন, সেই সৎ–চিৎ–আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা নিকটের চেয়েও নিকটে এই দেহমধ্যেই চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বেহালাবাসি আজ অনেক কিছু পেল। কড়া ট্রাফিক ব্যবস্থা। পরিস্কার চওড়া ফুটপাত। ড্রপ গেট। স্কুলে স্কুলে ট্রাফিক নিরাপত্তা। হারালো শুধু তোকে। যেখানেই থাকিস, ভালো থাকিস ছোট্ট সৌরনীল। তোকে মনে পড়বেই। যতবার চৌরাস্তা পেরোব।

গণতন্ত্রের বড়াই এখন নিজের সাথে লড়াই

নির্মল গোস্বামী

কয়েকটা সংখ্যা আগে আমি একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম 'গণতন্ত্র এক সাধনা' সেই সাধনায় আমরা যে এক পাও এগোতে পারিনি তা নিজের জীবন দিয়ে আমাদের দেখিয়ে গেল স্বপ্নদীপ।

ক্ষুদিরামের স্বপ্ন, বিনয়, বাদল, দীনেশের স্বপ্ন, মাস্টারদার স্বপ্ন ভগৎ সিংয়ের স্বপ্ন এমন হাজার তরুণ তরুণীর স্বপ্নের সমাধি রচিত হয়েছিল বিদেশি শাসক ইংরেজদের হাতে। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করতে পড়তে এসেছিল যে ছেলেটা, তার স্বপ্ন কে শেষ করল? শক, হূন, পাঠান মোঘল বা ইংরেজরা নয়। শেষ করে দিল তারই সহ পাঠি সহ হোস্টেল আবাসিকরা। র‍্যাগিং নামক এক দানবিক মানসিকতার লালন পালন এবং মুক্ত জল হাওয়া পরিপুষ্ঠ হয়ে চলেছে যাদবপুর সহ দেশের বিভিন্ন নামি দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই র‍্যাগিং সংক্রান্ত খবরাখবর নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায় না।

নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা পড়তে আসে তারা গড় ছাত্র সমাজ থেকে বেশি মেধাবি। তারা যুক্তিবাদী এবং মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। তাহলে একথাও তো বলা চলে যে, তারা গণতান্ত্রিক। নিশ্চয়ই তারা গণতান্ত্রিক। হয় কথায় নয় কথায় তারা আন্দোলনে নামে। অনশনে বসে, ঘেরাও করে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে। তারা ভোটের মাধ্যমে ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এসবই গণতান্ত্রিক পরিসর। ছাত্র সমাজ গণতান্ত্রিক আবহে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শাসনের বেড়া জালে তারা হাঁপিয়ে ওঠে এবং বোধহয় তাদের প্রতিভার বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। তাই তারা নজরদারির বিরুদ্ধে। তারা ক্যাম্পাসে সিসি টিভি বসাতে বাধা দেয়।

আজকের ছাত্ররা আগামীদিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। আবার নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হবে। কেউ দেশের নেতা হবে, কেউ বড়ো প্রশাসক হবে। কেউ বড়ো প্রতিষ্ঠান চালাবে। ফলে তারা যাতে ছাত্র অবস্থাতেই গণ–তান্ত্রিক পরিসর পায়, এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে লালন পালন করে তার সুনিশ্চিত করা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। কারণ ভবিষ্যত কর্মজীবনে এই সব ছাত্ররা গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে কাজ করে দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে আর সুদৃঢ় করতে পারে।

গণতন্ত্রের সজ্ঞায় জেনেছি যে, অব দ্য পিপ্‌ল বাই দ্য পিপ্‌ল ফর দ্য পিপ্‌ল। এই সজ্ঞাটা খুব গোলমেলে। কারণ সব তন্ত্রই পিপলের জন্য। রাজতন্ত্রে বা সামন্ততন্ত্রে কোথায় মানুষ বাদ দিয়ে পশুদের জন্য কিছু আছে বলে জানা নেই। রাজাও পিপল, জমিদারও পিপল, মি মালিও পিপল–আবার শ্রমিক চাষিও পিপলের সজ্ঞায় এসে যায়। গণতন্ত্রে পিপলের অনুমতি নিয়ে দেশ চালনা করা হয়। রাজা কারো অনুমতি নেয় না। ভোটে যেমন এক দল ক্ষমতাচ্যুত হয়। তেমন গণ–বিদ্রোহের ফলে রাজাকেও ক্ষমতা ছাড়তে হয়। আর গণতন্ত্রে নেতা জনগণের মত নিয়ে দেশ চালায় না। নিজের মতো করে চালায়। তাহলে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কেন আমরা গণতন্ত্রের পূজারী? গণতন্ত্রে আইন দ্বারা ব্যক্তি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই অধিকার রক্ষা করবে কে? অনেকে বলবে আইন–প্রশাসন। অধিকার হরণ হলে তারপর আইনের কাছে পৌঁছাতে পারলে তবেই আইন অধিকার হরণকারীকে শাস্তি দেবে। কেউ কারো অধিকার হরণ করবে না– এই নিশ্চয়তা কে দেবে? এই নিশ্চয়তা দিতে পারে পরিজন প্রতিবেশীদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। সমষ্টির স্বীকৃতি নিয়ে মুষ্টিমেয়কে পীড়ন গণতন্ত্র নয়। সমষ্টির সহযোগিতায় মুষ্টিমেয় এর অধিকারকে সুনিশ্চিত করার নাম হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূলবোধ।

আমাদের বা রাজ্যে যারা গণতন্ত্রের ঘাড়ে চেপে শাসন ক্ষমতায় আসীন হয় তারা দেশের বিরোধী স্বর বা মতকে কানাকড়িও মূল্য দেয় না। জনগণের ভোটে জিতেছি, তোমাদের কথা শুনব কেন? বা আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫– এই মনোভাব স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। কিন্তু গায়ে গণতন্ত্রের নামাবলী জড়ানো আছে। যাই কর, যত পাপ কর, যত অন্যায় কর ভোটে জিতলেই সাতখুন মাফ। তাই বর্তমানে গণতন্ত্রের সব ফোকাস ভোটের ওপর। এখন গণতন্ত্রের সজ্ঞায় বলতে পারা যায় অব দ্য ভোট, বাই দ্য ভোট, ফর দ্য ভোট। ফলে যেন তেন প্রকারে ছলে বলে কৌশলে, গায়ের জোরে, রক্ত ঝরিয়ে, লাশ মাড়িয়ে ভোটে জিতলেই গণতন্ত্র জয়ী বলে ধরে নেওয়া হয়। গণতন্ত্রের অপমৃত্যু বা আদ্যশ্রাদ্ধ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাননা কেউ।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রথম শর্ত হল, আমি কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করছি কিনা সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া। ব্যক্তি অধিকার নিয়ে আমি যতটা সরব আমার পাশের জনের অধিকার রক্ষার জন্য ততটাই সক্রিয় হতে হবে। কারণ আমরা সামাজিক জীব। আমরা চরম স্বাধীনতাভোগী হতে পারিনা। আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটু একটু অধিকার নিয়ে সামাজিক অধিকার তৈরি হয়।

রাষ্ট্রের আইনের কাছে বা নিয়মের কাছে আমাদের কিছু অধিকারকে সমর্পিত করতে হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা রাষ্ট্রনেতাদের কাছ থেকে জনগণ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে চুইয়ে পড়ে। সেই পড়া বন্ধ প্রায়। তাই সাধারণ সমাজে বা ছাত্র যুব সমাজে তার সঠিক অনুশীলন ব্যাহত নয়, এক প্রকার বন্ধ। সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের উল্লাস আর হুল্লোড়। অধিকার জাহিরের হুড়োহুড়ি।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে ১৫ আগস্ট কত বীর শহিদ ও রাষ্ট্র নেতাদের ছবিতে দীপ ধূপ–মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ছড়াছড়ি রাস্তার মোড়ে মোড়ে। যেন শহিদরা ১৫ আগস্ট ফুল মালা পাবার জন্যই জীবন দান করে গেল। দেশ স্বাধীন হল এবার আমরা যা খুশি করব। আর আমাদের গণতন্ত্রের অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। যে যার অধিকার কায়েম করব। আমরাই অপরের স্বাধীনতায় এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ করছি। এতো দিন ধরে ব্রিটিশ তাড়ানোর স্মৃতি রোমন্থন করে লাভ কি? এই রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক অব্যবস্থার শিকার ছাত্র সমাজ। বাড়িতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবীরা একটু বেশি প্রশয় প্রায়। তাদের ছোটো খাটো অন্যায় ঢাকা পড়ে তারা মেধাবী বা ভালো ছাত্র বলে। একজন গড় ছাত্র তা পায় না। এই মানসিকতা পাল্টাতে হবে। মেধাবী ছাত্র ভুল করলে তাকে ছাড় নয়, বেশি করে তিরস্কারের প্রয়োজন। কারণ সে গড় ছাত্রদের অনুকরণীয়। তার অনুকরণ যোগ্য চরিত্র হওয়া উচিত। মেধাবী মানে মননশীল। মানে মরে সংবেদনশীলতা, প্রসারতা অনেক বেশি। যারা মুক্ত মানসিকতাকামী তারা কেন অত্যাচারী? দাদা সুলভ স্নেহে যাদের কাছে টেনে নেবার কথা তাদের মৃত্যুমুখে ফেলে আনন্দ পাওয়া, এ কেমন বিকৃত রুচি? এমন মেধাবী ছাত্র দেশের প্রয়োজন নেই। গড়মেধার ঘরের ছেলে—অনেক ভালো।

১০০ বছরের অধিক সময় ধরে মাদুর তৈরি করে চলেছেন শিল্পীরা

জয়দীপ মৈত্র

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যত রোজগারের লক্ষ্যে কুশকারী পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তি করে নিয়ে মাদুর কাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার পূর্ণ হচ্ছে তথাকথিতভাবে মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারের। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। এবং একবার বছরে জমিতে বীজ বপন করলে তা তিন বছর আর করার প্রয়োজন পড়ে না সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করে বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত করে। প্রতিদিন সারাদিনে খেটে খুঁটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তথাকথিতভাবে মাদুর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার পীর পুকুরের প্রায় শতাধিক পরিবার মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশ পরম্পরায় চলে আসা কার্যের মধ্য দিয়ে তা বলায় বাহুল্য। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনরকম সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি বলে অভিযোগও করেন ওই এলাকার একাংশ মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ(৬০) জানান, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে কোনরকম কোনরূপ সরকারী সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তথা এই মাদুর শিল্পীরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানা রকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়মে এরপর সেগুলো কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে তাছাড়াও বছরের একটা লাভের অংশ আসলেও সেখান থেকে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার জন্য খরচায় হয় বেশি সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব উপকার হত। এছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা লাভ হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি ওই একবার আমাদের মত এই মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। সর্বশেষে বলাবাহুল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুসকারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের এই মাদুর শিল্পীরা বংশপরম্পরার টানে আজও নস্টালজিয়া এই মাদরশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তা যারপরনাই ভাবে বলা যেতে পারে।

দেশ দেশান্তরে

স্লো বাট স্টেডি

প্রণব গুহ

প্রাচীন গল্পকারেরা যে নিছক কোনো কাহিনীর বিবরণ দিতেন না বরং জীবনের চিরন্তন সত্যগুলিকে আখ্যায়িত করতেন তা আরও একবার প্রমাণ হল ভারতের সাম্প্রতিক চন্দ্রভিযানে। চন্দ্রযান–৩ এর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অভিযান নিয়ে কৌতূহলের শেষ ছিলনা বিশ্বের মানুষের। কিন্তু সেই অভিযানকে আরও থ্রিলিং করে তুলল রাশিয়ার চন্দ্রভিযান। ভারতের থেকে পরে উৎক্ষেপণ করে তারা তাদের লুনার–২৫ কে চন্দ্রযান–৩ এর আগে পৌঁছে দিতে চায় চাঁদের মাটিতে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। মাঝপথে লুনার বিকল হওয়ায় রণে ভঙ্গ দিতে হয় রাশিয়াকে। আর এখানেই ফের ভেসে ওঠে খরগোশ আর কচ্ছপের

দৌড় প্রতিযোগিতার সেই চিরন্তন গল্পটি। যেখানে ওভার কনফিডেন্সে কচ্ছপকে তাচ্ছিল্য করে হারতে হয়েছিল খরগোশকে।

এতো গেল গল্পের কথা। কিন্তু এই শূন্যস্ত বিশ্বে লুনার ২৫ বলে দিয়ে গেল ভারতের প্রতি রাশিয়ার মনোভাবের কথা। এমনিতে ভারত–রাশিয়া সম্পর্ককে আমরা স্বাভাবিক বলেই মনে করি। কিন্তু রাশিয়ার এই চন্দ্রভিযান সেই সম্পর্কে কোনো ছাপ ফেলবে কিনা সেটাই এখন দেখার।

আসলে পুতিনের রাশিয়ার ঘাড়ে ভর করেছে ইগো–র ভূত। কমিউনিস্ট বলে পরিচিত পুতিনের এখন একটাই লক্ষ্য সকলকে পিছনে ফেলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করবে, তাঁর কথা শুনবে। এটাই একমাত্র কামনা বাসনা। আর এই মনোভাবের উর্বর মাটিতেই বপন করা হয় ফ্যাসিস্ট জমানার বীজ। তারই ছোঁয়া পাচ্ছে ইউক্রেন, ভারতের চন্দ্রভিযান। এই মনোভাব যে আরও বাড়বে এবং রাশিয়াকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের এবারের চন্দ্রভিযানের আবহটা অভিনব। দুটি আন্তর্জাতিক কির্মসূচির মধ্যে এই অভিযানের সময় নির্ধারিত হয়েছে। একদিকে যখন ভারত জি ২০ সম্মেলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ভারতে তার বিভিন্ন বৈঠক চলছে আর অন্যদিকে, উৎক্ষেপণের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন শুরু হয়েছে ব্রিকস সম্মেলন যেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ফলে যদি এই অভিযান ব্যর্থ হত, তাহলে তার অভিঘাতও নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক

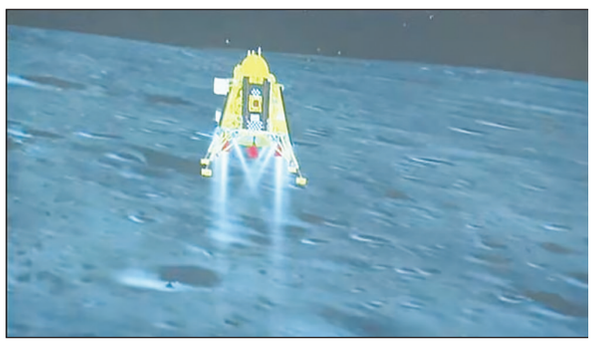

হত। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনীতিকরা রাজনৈতিক ফায়দার লোভে বিজ্ঞানিদের চরম অসম্মান করতে ছাড়তো না। কিন্তু ঈশ্বর সেটা হতে দেন নি, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তুলে দিয়েছেন ভারতের মাথায়। এবার সেই শ্রেষ্ঠত্বের দায় মাথায় নিয়ে এগিয়ে যাবার পালা। মানব কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে এই অভিযানকে।

পাঠকের কলমে

নিত্য যানজটে নাজেহাল আমতা

হাওড়ার জন বহুল এলাকা ও ব্যস্ততম বাসস্ট্যান্ড হল আমতা বাসস্ট্যান্ড। প্রতিদিন মানুষ রুজি রোজগারের জন্য এই রাস্তা দিয়ে যেমন যাতায়াত করে তেমনি স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে নিত্য যাত্রিদেরও যাতায়াত এই পথে। আমতা বাসস্ট্যান্ড হল এই এলাকায় মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। আমতা ও হাওড়ার মধ্যে রেল যোগাযোগ থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। আমতা বাসস্ট্যান্ডের আগে কলাতলা মোড় যেখান দিয়ে সব যানবাহন চলাচল করে। আমতা কলাতলা তার অদূরেই আমতা বাসস্ট্যান্ড। আমতা বাসস্ট্যান্ডের পরে রয়েছে আমতার ঐতিহ্যময় মা মেলাই চণ্ডি মাতার মন্দির। আমতা কলাতলা মোড় দিয়ে আমতা থেকে কলকাতা গামী বাস ও আমতা থেকে হাওড়া গামী বাস, আমতা–বাগনান,আমতা উলুবেড়িয়া বাস যাতায়াত করে। এছাড়াও লরি ট্রেকার, অটো, টোটো ও নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের চলাচল। এই কলাতলা মোড় হল তিন দিকের রাস্তার সংযোগ স্থল । আবার এই মোড়ের ঢিল ছোঁয়া দূরত্বে দিয়েই যেতে হয় আমতা রেল স্টেশনে। এইখানেই নিত্য যানজটে নাজেহাল অবস্থা হয় সকলের। ট্রাফিক ব্যাবস্থা থাকলেও নাস্তানাবুদ হতে হয় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। কেউ দোষ দেয় টোটো চালকদের, কেউ দোষ দেয় অটো চালকদের, কেউ বাইক আবার কেউ বাস লরির চালকদের। কিন্তু নিত্য যানজটে নাজেহাল নিত্য যাত্রী থেকে আমজনতা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যার সমাধান করলে নিত্যযাত্রীরা হয়রানির হাত থেকে মুক্তি পায়।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

ছোলা চাষ এবং তার উপকারিতা জেনে নিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের অনেক রাজ্যেই কাবুলি ছোলা চাষ হয়। ভারতে এটি বিভিন্ন ধরণের সেরা রেসিপি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ছোলা বা চানা নামেও পরিচিত। কাবুলি ছোলার রং হালকা সাদা এবং হালকা গোলাপি এবং এটি সাধারণ ছোলার চেয়ে আকারে অনেক বড়। শাকসবজির পাশাপাশি ছোলা রান্না ও ভাজাতেও বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি খেলে আমাদের শরীরে পাথর, স্থূলতা এবং পেট সংক্রান্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আজ আমরা আপনাকে এর চাষ সম্পর্কিত পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি।

সার

ক্ষেতে কাবুলি ছোলার ভালো উৎপাদনের জন্য ক্ষেতে ঘাটতি থাকলে জিঙ্ক সালফেট, বোরন ও আয়রন সমৃদ্ধ অ্যামোনিয়া মিশ্র সার ছিটিয়ে দিতে হবে।

সেচ

ছোলার ভালো ফলনে সেচের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ছোলা বপনের সময় মাটিতে আর্দ্রতা বজায় রাখা খুবই জরুরি। বীজ বপনের পর ২৫ থেকে ৩০ দিন পর জমিতে সেচ দিতে হয়। আপনি এর সেচের জন্য স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে পারেন।

ফলন

এক একর জমিতে কাবুলি ছোলার ফলন ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল। বর্তমানে বাজারে এর দাম প্রতি কুইন্টাল ৬ হাজার টাকা। কৃষক ভাইরা ভালো উৎপাদন করে ভালো আয় করতে পারে।

নিমপিঠের মডেলে কেঁচো সার তৈরি করতে চায় জাপান

নিজস্ব প্রতনিধি : অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি জৈব সার ব্যাবহারে অনেকটাই এগিয়ে আছে জাপান। এবার তারা ভারতের মডেলে তাদের দেশে কেঁচো সার তৈরি করতে চায়।

এ দেশের বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে চার দিনের সফরে এ রাজ্যে এসেছে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা। আজ বুধবার তারা গ্রামীন স্তরে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে দক্ষিন ২৪ পরগনার নিমপিঠ আশ্রম পরিদর্শন করেন। আশ্রমের বায়ো গ্যাস প্লান্ট, মধু চাষ, জৈব সার, মাসরুম চাষ সহ বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন। এরপর তারা জয়নগরের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়লা পোতা বায়ো গ্যাস প্লান্ট ঘুরে দেখেন।

জাপানি দলের নেত্রী ও জাপান সোসাইটি অফ মেটেরিয়ালস সাইকেল অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকে মিসুজু আশারি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে।

তারা জানান, এই রাজ্যের কেঁচো সার প্রকল্প দেখে খুবই ভালো লেগেছে। সহযোগিতা পেলে তারা জাপানেও কৃষি কাজের জন্যে কেঁচো সার তৈরি করতে আগ্রহী। তারা এ রাজ্যের কেঁচো সার প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন।

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার–এর প্রধান ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ বলেন, জাপানের প্রতিনিধিরা এ রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দেখে মুগ্ধ। তারা জানিয়েছে কোলাবোরেশান পেলে কেঁচো সার, সহ নানা প্রকল্প তাদের দেশে করতে আগ্রহী। আমাদের রাজ্যকেও এই সব উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগীতা করতে চায় জাপান।

চুরির টাকা ভাগ নিয়ে বচসায় অ্যাসিড আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিডে আক্রান্ত হলেন এক যুবক। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন সাজিদুল গাজী নামে এক যুবক। বর্তমানে ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর রাতের অন্ধকারে একটি অটো করে সাজিদুলকে চাপিয়ে তার বয়ারসিং বা।রি কাছে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে রাতের অন্ধকার তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পরে অবস্থা

পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, তালদি বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন বয়ারসিং এলাকার যুবক সাজিদুল নেশাভাঙ করতো। পাশাপাশি তাদের একটা গ্রুপ রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় চুরি করতো বলে অভিযোগ। রবিবার চুরি করেছিল। চুরির টাকা নিয়ে প্রথমে মদপান করেছিল সাজিদুল ও তার সঙ্গী দিলু ও জালাল। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বচসা হয়। পরে দিলু ও জালাল টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে সাজিদুলকে অ্যাসিড মারে বলে আক্রান্তের অভিযোগ। সঙ্কটজনক হলে সোমবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঘটনার বিষয়ে সাজিদুলের এক নিকট আত্মীয় বলেছেন, প্রতিনিয়ত চুরি ছিনতাইয়ের সাথে যুক্ত। একাধিকবার নিষেধ করা স্বত্বেও নিষেধ শোনেনি। রবিবার রাতে সম্ভবত চুরির টাকা পয়সা নিয়ে বচসা হয়েছিল। তারপর মদ খেয়ে এমন কান্ড ঘটিয়েছে সাজিদুলের সঙ্গীরা। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।

আবাসনে কঠীন বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে সহযোগিতা করতে চায় জাপান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় জল ফেলে না দিয়ে সেই জল পুনর্ব্যবহার করে দেওয়াল গার্ডেন তৈরি করেছে কলকাতার অভিদিপ্তা ফেজ ওয়ান এইচআইজি হাউসিং। সেই বাগান পরিদর্শন করলেন জাপান থেকে আসা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ছাত্র–ছাত্রী ও গবেষকরা। তারা বাগান তৈরির দায়িত্বে থাকা যুবকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা এই ধরনের পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প কিভাবে অন্যান্য আবাসনেও গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

'ওয়াক অ্যান্ড টক' এর মাধ্যমে তারা পুর আবাসনটি ঘুরে দেখেন ও বাগানে ব্যবহৃত স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং জলের পুনর্ব্যবহার, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, ইমার্জেন্সি প্রিপারনেস অ্যান্ড রেসপন্স সিস্টেম, কমিউনিটি বিনে ফেলা বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। জাপানি প্রতিনিধিদের আবাসনের বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প ঘুরিয়ে দেখান আবাসনের পরিচালন পর্ষদের সদস্য অভিজি ঘোষ, কাঞ্চন দাস গুপ্ত, স্মিতা সিনহা, অরুনিমা দেব।

জাপানী দল হাউজিং কমপ্লেক্সে যুবকদের সাথে যোগাযোগ করে এবং উচ্চ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করেন।

জাপানী দলের নেত্রী ও কিয়োটো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মিসুজু আসারি বলেন, তারা জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নযনের লক্ষ্যে সমর্থনকারী অন্যান্য ব্যবস্থা দেখে খুবই খুশি। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, জাপান ও ভারতের মধ্যেও অভিদীপ্তায় যুব বিনিময় কর্মসূচি হতে পারে। ইন্দো–জাপান কোলাবোরেটিভ ডেলিগেশনের নেতা এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার এর সভাপতি অধ্যাপক সাধন কুমার ঘোষ বলেন, জল পুনর্ববহারের মতোই আই এস ডব্লিউ এম এ ডব্লিউ এর উদ্যোগে ইতিমধ্যেই এই আবাসনে কঠীন বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থাপনার রুপরেখা তৈরি করেছে। যেখানে জাপান সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ভারতে মেধাবীর স্থান

প্রথম পাতার পর

যাদবপুরের পরে কাঠগড়ার লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে খড়্গাপুর, বালিগঞ্জ, তামিলনাড়ু, এসএসকেএম। সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতায় প্রাণ গিয়েছে পড়ুয়াদের।

শুধু কি পড়ুয়াদের নিরাপত্তা, বেহাল হয়ে পড়েছে হস্টেলগুলোর স্বাস্থ্যও। থাকার অযোগ্য হস্টেলে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে মেধাবী পড়ুয়ার দল। হস্টেলের অভাবে একই সঙ্গে থাকতে বাধ্য হতে হচ্ছে বিভিন্ন বর্ষের ছাত্ররা। যাদবপুরের কাম্পাসে তো নাকি গাঁজার চাষ পর্যন্ত হচ্ছে। অন্যদিকে এমএলএ হস্টেলের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে নিয়মিত পরিচর্যায়, নিরাপত্তা বেস্টনির মধ্যে বাস করছেন রাজনীতিকরা। অথচ অবহেলিত এই মেধাবী পড়ুয়ারাই দেশের প্রকৃত সম্পদ। যাদের সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ, নিরাপত্তা দিয়ে আগলে রাখলে দেশের উন্নতি হবে তাদের ছেড়ে নিরাপত্তা বাড়ছে সমাজের বোঝা হয়ে ওঠা রাজনৈতিক নেতাদের। ভেবে দেখুন, যাদের ভোট দিয়ে, জনগণের পয়সায় সুযোগ সুবিধা দিয়ে লোকসভা, বিধানসভায় পাঠানো হচ্ছে পাঁচ বছরে দেশের জন্য তাদের বেশিরভাগেরই কোনো অবদান নেই। অথচ একজন মেধাবী ছাত্র পাওনা সুযোগ না পেয়েও তাঁর পড়াশুনোয়, গবেষণায় দেশকে যা দেয় তার মূল্য অপরিসীম। এটাই ভারতের ট্রাজেডি। এখানে মেধার বিচার ছেড়ে রাজনৈতিক নেতাদের জন্য যা বরাদ্দ হয়, অনুপাতিক হারে তাঁর চেয়ে কম বরাদ্দ হয় শিক্ষা ও গবেষণায়। শিক্ষার হাল ফেরাতে রাজনীতিকদের তরফে শত আন্দোলন, তদন্ত হলেও কিছুই হবে না। কারণ শিক্ষা, পড়ুয়া ও শিক্ষাঙ্গনের যন্ত্রণার আসল কারণ গুরুত্বের অভাব। সে অভাব যতদিন না মিটবে ততদিন হৈচৈ সার, সমাধান অধরাই থেকে যাবে।

চমৎকৃত

প্রথম পাতার পর

বঙ্গালুরুতে দীর্ঘদিন থাকাকালীন তাঁর লক্ষ্য ছিল কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের একটা স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করা। তারপর একটু একটু করে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে তিনি একজন সফল উদ্যোগপতি। বর্তমানে তাঁর অধীনে আরও জনা দশেক কাষ্ঠশিল্পী কাজ করছেন। এদিকে নিজের পুঁথিগত শিক্ষা উল্লেখযোগ্য না হলেও তিনি তাঁর তিন মেয়ে এবং এক ছেলেকে উচ্চশিক্ষার পাঠ থেকে কোনওভাবেই বঞ্চিত করেননি।বড়ো মেয়ে সঞ্চিতা ও মেজো মেয়ে মৌসুমী বেঙ্গালুরুতে এবং সুস্মিতা কলকাতায় উচ্চশিক্ষায় ব্যস্ত।সকলের ছোট ছেলে শিবম নামি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্র। স্ত্রী মালতী সরকার পুরোপুরি ঘরকন্যার কাজে নিজেকে সর্বক্ষণ জড়িয়ে রাখেন।সুরঞ্জন সরকার বলেন, একমাত্র গামার(গামারি)কাঠের ওপর নকশার কাজ ঠিকঠাক হয়। এই দুর্গা, গণেশ এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তিগুলি গামার কাঠের তৈরি। এগুলি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মালয়েশিয়ায় চলে যাবে। প্রতিটিরই নকশা হাতে তৈরি করি। এখন তো যেখানে সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনে খুব সহজেই কাঠে নকশা তোলার কাজ হচ্ছে। ইচ্ছে করলে আমিও পারতাম। কিন্তু, তাতে যে নিজস্বতা থাকে না। আমার হাতে তৈরি নিজস্ব শিল্পকর্ম ইতিমধ্যেই দেশ–বিদেশের অনেকের ঘরে শোভা পাচ্ছে। এটা ভেবে যে আনন্দ পাই তা বলে বোঝানো যাবে না।

শপথ নিয়ে রাজনীতিকরা কুকথা বললেও শাস্তির বিধান কোথায়

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও দেশের আপামর জনগণের জন্য সংবিধানে কর্তব্যের নানা ধারা থাকলেও নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা মিটিং, মিছিল, জমায়েতে লাগামহীন কুকথা, অকথ্য ভাষা বলে চললেও তাদের সবক শেখাবার মত কোনো ধারা নেই সংবিধানে। ফলে সবসময়ই অ্যাডভান্টেজ থেকে যায় রাজনীতিকদের।

এতো গেল রাজনীতিকদের সময়োপযোগী আচরণ ও প্রতিকারের কথা। প্রতিদিন যাদের জনগণের পাশে থেকে ভরসা জোগানোর কথা সেই পুলিশকেও করে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের দাস। তাই পুলিশ প্রজাতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে রাজনীতিকদের খুশি করতে দায়বদ্ধ।

মজার কথা হল গণতন্ত্রের এই অশ্রুপাত বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব কারণ আইন প্রণয়ন রাজনীতিকদের পুরোপুরি কুক্ষিগত। তাইতো দলদাস বলে পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা, কমিশনকে বিরোধী রাজনীতিকরা যতই গাল পাড়ুক না কেন এদের রাজনৈতিক ঘেরাটোপ থেকে বার করতে কেউ সোচ্চার হয় না সংসদে বা বিধানসভায়। অদূর ভবিষ্যতে তার কোনো সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয়না। যেদিন সংবিধান রাজনীতিকদের একাধিপত্ব থেকে দেশকে বার করার বিধান সংযুক্ত করবে সেদিনই এই রাজনৈতিক দাদাগিরি থেকে মুক্তি সম্ভব। (শেষ)

কলকাতা পুলিশের আওতায় ভাঙ্গড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারিভাবে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত করা হলো ভাঙ্গড়কে। কলকাতা পুলিশের দশম ডিভিশন হিসেবে ভাঙ্গড়কে যুক্ত করা হয়েছে। এর আওতায় থাকছে ৮ টি থানা। নবান্নের তরফে বিবৃতি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে। এই ডিভিশনের আওতায় নতুন ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হচ্ছে। ভাঙ্গড় ডিভিশনে ডিসি পদমর্যাদার ২জন থাকবেন। তাঁদের আওতায় ৪জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থাকছেন। হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশিপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর, চন্দনেশ্বর, বোদরা ও ভাঙ্গড় থানা গুলি এই ডিভিশনের আওতায় রয়েছে। ইস্ট ডিভিশনের অধীনে থাকা লেদার কমপ্লেক্স থানাও ভাঙ্গড়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় ওসি,অতিরিক্ত

ওসি, ১০ জন সাব–ইন্সপেক্টর, ৪জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, ১২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর, ৩জন মহিলা এ–এস–আই, ৮০ জন কনস্টেবল, ৩০ জন মহিলা কনস্টেবল, ২ জন সার্জেন্ট, ১২ জন গাড়ি চালক থাকবেন।

ট্রাফিক গার্ডে থাকছেন ১জন ওসি, ২জন ইন্সপেক্টর, ১৫ জন সার্জেন্ট, ১৫ জন এ–এস–আই,১০০ জন কনস্টেবল। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ সেপ্টেম্বর এই অধিগ্রহণ হতে পারে। এর আগে ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে এই অধিগ্রহণ হওয়ার কথা থাকলেও পরিকাঠামো তৈরি না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যায়। তবে অধিগ্রহণের পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ কর্মী থাকার উপর। তাই এ নিয়ে এখনই সরকারিভাবে কিছু বলতে নারাজ কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা।

ভেঙে পড়েছে মৌসুনি দ্বীপরে

প্রথম পাতার পর

অথচ খুব কম সময়ের মধ্যেই মৌসুনি দ্বীপের এই পর্যটন কেন্দ্রটি ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নামখানার বকখালিতে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা অন্তত একরাত এই পর্যটন কেন্দ্রে কাটিয়ে তবেই তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু আজ সেই জনপ্রিয়তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। মূলত উত্তাল ঢেউয়ের তান্ডবে ও বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ভেঙে বারবার ভেঙে পড়ছে এই পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো। কিন্তু একটা সময় মৌসুনি দ্বীপের এই পর্যটন কেন্দ্রের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতেন পর্যটকেরা। আজ সেই সৌন্দর্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কংক্রিটের নদী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসীর দাবি, এই এলাকায় কংক্রিটের নদী বাঁধ তৈরি করা হলে, তবেই এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে বাঁচানো সম্ভব।

যদিও সব বাধা কাটিয়ে পুজোর আগে আবারও নতুন করে পর্যটন কেন্দ্রটিকে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত কটেজের মালিকেরা। আর প্রায় দুমাস পরেই রয়েছে শারদ উৎসব। এই শারদ উৎসবে পর্যটকেরা এসে আবারও ভিড় জমাবেন মৌসুনি দ্বীপের পর্যটন কেন্দ্রে, এই আশাতেই এখন বুক বাঁধছেন এলাকাবাসী থেকে কটেজের মালিকেরা।

নিয়ে ঝুঁকির পারাপার

প্রথম পাতার পর

খেয়া ভাড়া ৩ টাকা হলেও খেয়া থেকে নেমে জেটিঘাট দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। বর্তমানে সেই জেটিঘাট সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়েছে। বিশাল ফাটলের মধ্যে কাঠের পাটাতন দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হয়ে থাকেন এলাকার মানুষ।গোসাবার তৃণমূল নেতা তথা জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল বলেন,'গোসাবার জটিরামপুর খেয়া ঘাটের জেটিঘাট দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস যাবৎ বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বিডিও সহ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদকে জানিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই জেটিঘাট সংস্কারের কাজ শুরু হবে। গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী জানান,'জটিরাপুরের জেটিঘাটের বেহাল দশার ঘটনা নজরে এসেছে। জেটিঘাট সংস্কারের জন্য উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যদিকে জেটিঘাট কবে সংস্কার হবে সেদিকে চাতকের মতো তাকিয়ে এলাকার হাজার হাজার মানুষ।

চাষের দেখা নেই

প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বলেন, 'আমি গ্রামবাসীদের থেকে সই সংগ্রহ করে এমএলএ, এমপি, বিডিও সকলকেই তা জমা দি এবং বিষয়টি বিশদে জানাই। কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। ২০১৫ সাল থেকে জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল। কিন্তু ২০২০ সালের পর একেবারে ভেঙে পড়ে।'

এ বিষয় গাইঘাটা তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি বলেন, 'আমি বিষয়টা শুনেছি। তবে নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিজে পরিদর্শন করে অবস্থা সরেজমিনে দেখে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেব।' বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'বর্তমানের এই সরকারটা অমানবিক সরকার। এই সরকারের মানবতাবোধ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' একাধিকবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে বিস্তর অভিযোগ সামনে এলেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের।

সুনীলে ক্ষুব্ধ তৃণমূল, এবারে লোকসভা নির্বাচনের টিকিট অনিশ্চিত এম পি'র

দেবাশিস রায় : নিজের পায়ে কুড়ুল মারার ফল ভোগ করতে হতে পারে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডলকে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর ঘাসফুলের টিকিটটি নাকি এবারে অনিশ্চিত।এমনটাই কানাঘুষো শুরু হয়েছে এই এম পি'র সংসদীয় কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মী–সমর্থকদের ঠেক থেকে শুরু করে একাধিক মহলে।কাটোয়া থেকে কালনা সর্বত্রই এমনতর পরিস্থিতি।দলীয় কর্মীদের অনেকেই দু'বারের এই এম পি'র একাধিক 'অনভিপ্রেত' আচরণ নিয়ে কার্যত ক্ষুব্ধ।বারংবার দলবদল, মিথ্যাচার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আলটপকা মন্তব্য, মারমুখী আচরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সুনীলকুমার মণ্ডলের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে কলুষিত করেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের একটা বিরাট অংশের অভিমত।সুনীলবাবু ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক থেকে দল বদলে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন।তারপর তৃণমূলের বদান্যতায় পরপর দু'বারের এম পি হন। ২০২০ সালে বিজেপিতেও যোগদান করেন তিনি।কিন্তু, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁর মোহভঙ্গ হতেই তিনি ফের তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন।গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চলাকালীন সুনীলকুমার মণ্ডল কাটোয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল।সপ্তাহখানেক আগেই জাতীয় সড়কে বর্ধমানের একটি টোল প্লাজার এক 'নিরীহ' কর্মীর ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় এই এম পিকে সর্বস্তরে বিস্তর সমালোচিত হতে হয়েছিল।একাধিকবার এধরনের অনভিপ্রেত ঘটনায় সুনীলকুমার মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চরম অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন।যেকারণে দলীয় কর্মীরাও বেশ ক্ষুব্ধ।

অনেকেরই অভিযোগ, এম পি'র মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পরেও সুনীলকুমার মণ্ডলের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে তৃণমূল কংগ্রেসকে যেভাবে বারংবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বেমানান।যদিও শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ অবশ্য এবিষয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করার দুঃসাহস দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাগভাজন হতে চাননি।তবে, তাঁরা ইঙ্গিতে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দলনেত্রীর একদা কাছের মানুষ সুনীলকুমার মণ্ডল নিজের দোষেই 'দিদি'র গুডবুক থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছেন।এককথায়, সুনীলকুমার মণ্ডলের ওপর যে তৃণমূল কংগ্রেস আস্থা ও ভরসা দু'টোই হারিয়েছে তা দলের বিভিন্ন মহলে কান পাতলেই মালুম হচ্ছে।দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একটি সূত্র মারফৎ ইঙ্গিত মিলেছে, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে নতুন কোনও মুখ নিয়ে আসাটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।তবে, কাকে আসন্ন নির্বাচনের টিকিট দেওয়া হবে তার কোনও সম্ভাব্য নাম এখনও পর্যন্ত জানা না গেলেও যেটুকু আভাস মিলেছে তা হল এবারে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রেরই কোনও ভূমিপুত্র কিংবা ভূমিকন্যাকেই অগ্রাধিকার দিতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী এবারে বহিরাগত কাউকে এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করতে অনিচ্ছুক।সেই সঙ্গে এই সংসদীয় কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মতামতকেও দল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চায়।দলের নিচুতলার কর্মীদের একটা বিরাট অংশ নানা কারণে যেভাবে এম পি সুনীলকুমার মণ্ডলের ওপর ক্ষোভে ফুঁসছেন তাতে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। শেষাবধি যদি এটাই দলের স্ট্র্যাটেজি হয় তাহলে বলা যেতেই পারে এবারে সুনীলকুমার মণ্ডলের লোকসভা নির্বাচনের টিকিটটি একপ্রকার অনিশ্চিত।

যতদূর জানা গিয়েছে, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এই ক্ষেত্রে প্রার্থীপদে তৃণমূল কংগ্রেস একজন যথাযথ শিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির এবং আপাদমস্তক বিশ্বস্ত দলীয় সৈনিককেই চাইছে। এদিকে সেই সৈনিক খোঁজার গুরুদায়িত্ব পড়েছে দলের পূর্ব বর্ধমান জেলার আর এক লড়াকু সৈনিকের ওপর।যিনি সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধাও।তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় তাঁর যেক'জন বিশ্বস্ত সৈনিকের নাম জানা গিয়েছে তার মধ্যে পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ অগ্রগন্য।একসময়ে তিনি দলের জেলা সভাপতির পদে দীর্ঘদিন ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীও।জেলা ভাগ হওয়ার পরেও দলনেত্রীর কাছে পূর্ব বর্ধমানের তাঁর এই বিশ্বস্ত সৈনিকের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত যথেষ্টই প্রাধান্য পায়। তবে, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহ সভাধিপতি পদে এবারে নতুন মুখ নির্বাচিত হওয়ার পিছনে 'আদি তৃণমূল কংগ্রেস' তত্ব সহ স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সমীকরণ যেভাবে সক্রিয় ছিল তাতেই অনেকের কপালে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। ১৪ আগস্ট সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি পদে শপথ নিয়েছেন যথাক্রমে শ্যামাপ্রসন্ন লোহার এবং গার্গী নাহা। এই দু'জনই স্বপন দেবনাথের অত্যন্ত স্নেহের বলে মনে করে জেলার রাজনীতি বিশেষজ্ঞ সহ একাধিক মহল।এদিকে, 'হেভিওয়েট' একাধিককে সরিয়ে এই দুই মর্যাদাপূর্ণ পদে আচমকা নতুন মুখের আবির্ভাব ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব সংসদীয় আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনতর পরিস্থিতির মধ্যেই গত ২০ আগস্ট রবিবার মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার অধীন কোবলা বিলের ধারে একটি অতিথি নিবাসে কাটোয়ার বেশ কিছু আদি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা– কর্মীদের নিয়ে কার্যত গোপন মিটিং করলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য মণ্ডল আজিজুল, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য সুব্রত মজুমদার, জেলা নেতা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি শুভেন্দু দাস, কাটোয়া এবং দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি যথাক্রমে পিপুল ঘোষ এবং রণজিৎ সাহা প্রমুখ। এই সভায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। একসময় দলের সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে দু'–চার কথা উঠলেও তা নেহাৎই অন্তঃসারশূন্য ছিল। তবে, একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অসংখ্য আদি নেতা–কর্মীদের ওপর শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নানাভাবে বঞ্চনা সহ উপেক্ষার নানাদিক নিয়ে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে এবারে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াইটা টানটান উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে।

মহানগরে

বিষ করেছি পান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' – বিশ্বকবির রচিত এই গানটি যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি, কলকাতা প্রেস ক্লাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার ম্যানুফ্যাকচারার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজিত করে। ওই সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা রাজ্যের নাগরিকদের প্যাকেজ ওয়াটার আইএসআই মার্ক যুক্ত পরিস্রুত জল পান করার আবেদন করেন। কারণ বর্তমানে বাজারে বিক্রিত বহু প্যাকেজ জলের কোম্পানি গুলির অধিকাংশই বিএসআই নির্দেশিকা মানে না। শুধু তা–ই নয়, এই হাজার হাজার ওয়াটার প্যাকেজ কোম্পানি গুলির কোনও রকম ল্যাবোরেটরি ছাড়াই ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে। কলেরা, কিডনি, লিভারের মতো ভয়ংকর রোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পরীক্ষিত পানীয় জল খাওয়ার আবেদন রাখেন ওই সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা। কারণ যে জলের নাম জীবন সেই জল বিষ হয়ে বের হচ্ছে। আর সেই জীবনকে শেষ করছেন নিজেরা? তাই রবি ঠাকুরের গানের কথা যেন মিলে গেল এই আবেদনের উত্তরে।

বেলগাছিয়া ভেটেরিনারি হাসপাতালকে অত্যাধুনিক করার প্রস্তাব মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে কেন কোনও অত্যাধুনিক পরিপূর্ণ ভেটেরিনারি হসপিটাল নেই? যেখানে পশু ও পাখিদের ওপিডি, ওটি, ডিসপেনসারি, ল্যাবোরেটরি, আইপিডি, এক্স–রে ও রেডিওলজি'র ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থা না থাকার কারণে দুর্ঘটনাজনিত ও অসুস্থ পশুপাখিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই শহরের নাগরিকদের নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষত রাত্রিবেলায় ও পথকুকুরদের দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসার ক্ষেত্রে নাগরিকদের বিড়ম্বনা অনেক বেশি। কলকাতা পৌরসংস্থা কী রাজ্য সরকারের সহায়তায় মুম্বই পৌরসংস্থা বা দিল্লি পৌরসংস্থার মতো অত্যাধুনিক পরিপূর্ণ ভেটেরিনারি হসপিটাল গড়তে পারে কি?

কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র করা প্রশ্নের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এরকম কোনও হাসপাতাল নেই। তবে রাজ্য সরকারের পশুসম্পদ ও উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় কলকাতা পৌরসংস্থা পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ কর্মসূচি সারাবছর ধরেই নিয়ে থাকে।' প্রসঙ্গত, পশুপাখিদের চিকিৎসার বিষয়ে রাজ্য সরকারের অধীনে কলকাতার বেলগাছিয়ায় একটি ভেটেরিনারি কলেজ ও হাসপাতাল আছে। এবং ওই বেলগাছিয়ার হাসপাতালটিকে যাতে আরও আধুনিকীকরণ করা হয়, সেবিষয়ে আমি রাজ্য সরকারকে জানাবো।

ভারতে সকালের খাবারে ১৮ শতাংশ জিএসটি

একাধিক সমস্যায় বেকারি শিল্প

বরুণ মণ্ডল

'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র (স্থাপন : ১৯৮৫) ২৩তম বার্ষিক বেকার্স মিট–২০২৩ কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে (মিলন মেলা) ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল। দেশের রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে বর্তমানে এ রাজ্যের বেকারি শিল্প এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যেখানে শারীরিক শ্রমের উপর গড়া বেকারি শিল্প ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) মুক্ত সেখানে ভারতের মতো এতো স্বনির্ভরশীল দেশে বেকারি শিল্পে ১৮ শতাংশ জিএসটি (গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স)।

এই ভয়ঙ্কর রকম সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে এদিন এক আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়। তাতে এ রাজ্যের বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ও অসমের গুয়াহাটির হেরিটেজ বেকারি (শেখ ব্রাদার্স) শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শেখ মালেক নওয়াজ ছাড়াও প্রত্যেকটি শিল্প বাণিজ্য সংগঠনও এ রাজ্যের সরকারের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মহ: গোলাম রব্বানীর পার্সোনাল সেক্রেটারি জুলফিকার হাসান, নিয়মিত জিএসটি কাউন্সিলে যোগাযোগকারী ফ্যাসাইয়ের রিজিওনাল ম্যানেজার দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও নিউ হাওড়া বেকারীর(বাপুজী) বর্তমান কর্ণধার অমিতাভ জানা, সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের বি এস দাস, ওরিয়েন্টাল ইস্ট কোম্পানির তরফে থেকে মিস্টার সুরজিৎ, বেহালা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের শ্রীকান্ত মেশিন টুলসের কর্নধার শ্রীকান্ত সাঁপুই, হাবরার সেফালি ফুড প্রোডাক্টের কর্নধার সেফালি নন্দী প্রমুখ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে ছিলেন প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঐতিহ্যপূর্ণ ক্যাপিটাল বেকারির কর্ণধার মহম্মদ জালালউদ্দীন।

জাভেদ আহমেদ খান এদিন জানান, বেকারি শিল্পের ওভেন গুলি এখনও সেই পুরনো ঢঙে হয়, কয়লার মাধ্যমে নয় তো বা গ্যাসের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে চলছে, তাতেই আপনারা বেকারির পণ্য তৈরি করছেন। বেকারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা। এটা একটা আন–অর্গানাইজড সেক্টর। এতে অধিকতম ম্যানপাওয়ার ব্যবহৃত হয়। এখানে আধুনিক মেশিনারির ব্যবহার যথেষ্ট কম। তবে আপনাদের অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যা গুলি নির্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করে জানাবেন। সেখানে কিছুটা সমস্যার সমাধান চেষ্টা করা হবে। তাতে সুহারা করা হবে। জিএসটি বিষয়ে মন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রকে জানানো হবে। যাতে সুহারার ব্যবস্থা হয়। তবে এ রাজ্যের পুরনো আমলের বেকারি হাব আবার ফিরে আসুক। আর পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন হোক। এদিন উপস্থিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রীর পিএস জুলফিকার হাসান বলেন, আপনারা আপনাদের শিল্পের সমস্যা গুলি আমাদের জানাবেন। তার মধ্যে থেকে যেগুলি আমাদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব, তা করবো। এই শিল্পের একটা আর্টিস্টিক ভ্যালু আছে। এক একটা বিস্কুটের এক একরকম স্বাদ।

অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আরিফুল ইসলাম বলেন, এ বাংলায় শিল্প আজও অধরা। ফলে অনুন্নয়নের বিষপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে বাংলা ও বাঙালিকে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনেদিনে পাহাড় সমান উঁচু হচ্ছে। বামফ্রন্ট শাসনের ৩৪ বছর ও তৃণমূলের শাসনের ১২ বছর সর্বমোট ৪৬ বছর অতিক্রান্ত। প্রায় অর্ধশতাব্দী আমরা বাঙালি এমন একটা মাইল স্টোন ছুঁতে চলেছি যেখানে বলার মতো কোনও শিল্প এই পশ্চিমবাংলায় নেই। শিল্প যে কোনও দেশের ও জাতির উন্নয়নের একমাত্র না হলেও অন্যতম সোপান। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ সেটা ভালো ভাবেই জানেন। জানে না শুধু আমাদের বাঙালি জাতি। নাহলে আজও প্রায় শিল্পহীন–দিশাহীন–উদ্দেশ্যহীন–পরিকল্পনাহীন–অনুন্নয়নের বাঙলাকে এখনও দেখতে হয় ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে। আর প্রতিনিয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় একাংশ হতাশা আর অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে।

কিন্তু এমন একটা সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্যে এমনটা কেন? আতসকাঁচের নীচে বাঙলার এই ৪৬ বছরের পারফরমেন্সকে রেখে যদি সার্বিক পর্যালোচনা বা বিচার বিশ্লেষণ করি, দেখব শুধু শিল্প মানচিত্রে অন্ধকারের ছবি। সে ছবির মধ্যে দু'চারটে আলোর বা সাদা ফুটকি অবশ্য দেখতে পাবো, যেটা ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাত–সোওয়া সাত বছরের রাজত্বের ছোট্ট একটা ইনিংসের। কিন্তু ৪৬ বছরের বাঙলায় সেটা নিছকই ফুটকি, প্রিন্টকপিতে তার কোনও বিচ্ছুরণ ছিল না। তবে মানতেই হবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিষ্ঠা, উদ্দামতায় কোনও খাদ ছিল না। রাজ্যে শিল্পের বা আর্থিক উন্নয়নের একটা ছবি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ রাজ্যের বেকারি শিল্পের এক ভিন্ন রকমের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু বেকারির মালিক আর তার কারখানায় মুসলিম লেবার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এর থেকে বড়ো উদাহরণ আর কোন্ শিল্পে আছে। তা–ই বর্তমান বিভাজনের রাজনীতির মধ্যে আজকের বেকারি শিল্প একটা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

উত্তর কলকাতার বাতিল ট্রামলাইন বাধা রাস্তা সম্প্রসারণে, বাড়াচ্ছে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ট্রামলাইন বেলগাছিয়া থেকে শুরু করে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আর জি কর রোডের বুক চিরে শ্যামবাজারের মোড় ঘুরে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম সীমান্ত ধরে মানিকতলার দিকে চলে গেছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমপ্রান্ত ও উত্তরপ্রান্ত পুরোটা জুড়ে একটা ট্রাম লাইন আছে। বর্তমানে এই ট্রামলাইন আর ব্যবহৃত হয় না। এই লাইনের ওভারহেড কোনও লাইন নেই। ট্রাম চলাচলের বর্তমান কোনও অবকাশও নেই। অথচ আর জি কর রোড ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড অনেকটা অংশ জুড়ে এই ট্রামলাইন থাকায় গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার সম্প্রসারণও বিঘ্নিত হচ্ছে। গাড়ি চলাচলের রাস্তায় ট্রামলাইন গুলি খোলা অবস্থায় থাকায় বিশেষ করে বর্ষাকালে বাইক ও পথচারীদের বারংবার অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, তাতে মৃত্যুও হচ্ছে। দ্রুততার সঙ্গে এই ট্রামলাইন গুলোর একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে পথচারী ও বাইক চালক ও আরোহীরা বাঁচবেন। রাস্তায় পিছলে পড়া বন্ধ হবে। রাস্তার সম্প্রসারণও হবে। এবং রাস্তার গালিপিট, জলের লাইন, ড্রেন পরিষ্কারে সুবিধা হবে।

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের

তোলা কলকাতার এই রাস্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এই প্রস্তাবের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় যে জায়গাটার দিক চিহ্নিত করেছেন, কেবল সে জায়গাটুকু নয়, সারা কলকাতার অনেকগুলি জায়গা আছে, যেগুলি আগের সরকারের সময় থেকেই ট্রাম সার্ভিস বন্ধ আছে। কিন্তু আজও সেখানে ট্রামলাইন রয়ে গিয়েছে। যেমন হাজরা রোডে ওপরে, কালীঘাট রোডের ওপরে ট্রামলাইন আছে। কিন্তু ট্রাম চলাচল বন্ধ আছে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে রাজ্যের পরিবহন দফতরকে বলা হয়েছিল, এই ট্রামলাইন গুলি তোলার প্রক্রিয়া করতে।

কিন্তু সমস্যাটা হল, কলকাতা হাই কোর্টে এ বিষয়ে একটা কেস চলছে। সেই কেসের বেসিসে রাজ্য পরিবহন দপ্তরকে বলা আছে, যে ট্রামের লাইন তোলা থেকে আরম্ভ করে, ট্রামকে বিলুপ্তি কোনও কাজ না করা হয়। কলকাতা হাই কোর্ট থেকে পরিবহন দপ্তরে তলব করা হয়েছে, কলকাতার কোন কোন রাস্তায় ট্রাম চলতে পারে আর না চলতে পারে। আর এ বিষয়ে সম্প্রতি পরিবহন দপ্তর কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে একটি মিটিং করেছে। তাতে আমি পরিবহন দপ্তরকে বলেছি যে কলকাতার কোন কোন রাস্তায় ট্রাম চলতে পারে। আর কোন কোন জায়গায় চলতে পারে না। কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে হাইকোর্টকে আবেদন করব কলকাতার চারটি রাস্তায় ট্রাম রেখে দিয়ে বাদবাকি জায়গায় ট্রাম লাইন তুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার। তাই এখুনি কিছু করা যাবে না। হাইকোর্ট যেদিন অর্ডার দেবে সেদিন কাজটা শুরু হবে।

যাওয়া আসার পথে পথে

হাজার বছর ধরে শমী বৃক্ষ সংরক্ষণ করে চলেছেন হাতিডোবা গ্রামের মানুষ

জয়দীপ মৈত্র

চলুন আজ ঘুরে আসি মহাভারত প্রসিদ্ধ দক্ষিণ দিনাজপুরে। জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম হরিরামপুর ব্লকের হতিডোবা গ্রাম। এই গ্রামেই রয়েছে মহাভারতে উল্লেখিত কয়েকহাজার বছরের পুরনো শমী বৃক্ষ।

মহাভারতে বর্ণিত সেই শমী বৃক্ষ, ইতিহাসের পাতায় কয়েক যা হাজার বছরের জীবন্ত দলিল হয়ে এখনো বেঁচে আছে। তার বৃদ্ধ তকমা পেতে হয়তো আরো কয়েকশো বছরের অপেক্ষা। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন এই গাছের কোটরেই পাণ্ডবরা নাকি

লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের অস্ত্র। সেই শতাব্দী প্রাচীন মহীরুহ আজও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিকে। বিশ্বাস আর ভক্তিকে সামনে রেখে জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রত্যেকদিন মানুষ ছুটে আসেন হরিরামপুরের হাতিডোবা গ্রামে।

বর্তমানে ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শমী বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই শমীবৃক্ষকে কেন্দ্র করেই এলাকার মানুষজনদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটেছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। জানা যায় বাম আমলে এই বৃক্ষ সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। যদিও বর্তমানে হরিরামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকার মানুষজনদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে প্রাচীন এই বৃক্ষ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার মানুষজনদের মতে হরিরামপুর ব্লকের বৈরহট্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিডোবা গ্রামের এই এলাকাতেই ছিল মহাভারতের বিরাট নগরী। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মহাভারতের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে

এলাকার সাথে। প্রাচীন এই শমী বৃক্ষ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে হরিরামপুর ব্লকের বিডিও পবিত্রা লামা বলেন, হরিরামপুরে হাতিডোবা গ্রামে অবস্থিত শমী বৃক্ষ এলাকার মানুষ বহু বছর ধরে মহাভারতের পবিত্র শমী বৃক্ষ হিসেবে পুজো করে আসছেন। পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটে শমী বৃক্ষ দেখতে। আমরা ইতিমধ্যেই শমী বৃক্ষকে কেন্দ্র করে আরও ভালো পর্যটন কেন্দ্র করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

এলাকাবাসী আমিনুর রহমান বলেন, জন্মের পর থেকেই এই গাছ এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে জেনে আসছি। তবে শমী বৃক্ষ কত পুরনো তা আমাদেরও জানা নেই। পয়লা বৈশাখে শমী বৃক্ষের নিচে বাৎসরিক মেলা বসে। আমরা চাই মহাভারতের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই শমী বৃক্ষকে কেন্দ্র করে আরও বড় পর্যটন কেন্দ্র করে উঠুক এলাকায়।

লেন্স বার্তা

স্মার্ট সিটির বাইপাসের রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে অকেজো গাড়ি,কালিকাপুরে।

অল্প বৃষ্টিতে দেদার উল্টাচ্ছে মোটর সাইকেল অকেজো ট্রাম লাইনের উপর, খিদিরপুরে।

হেল্প মি লিখে এক মনে শিল্পকলায় মগ্ন পথ শিল্পী, এক্সাইড মোড়ে।
ছবি : অভিজিৎ কর

ছিন্ন ইতিহাস: বজবজের মায়াপুর অঞ্চলে অবহেলায় পড়ে আছে লর্ড ক্লাইভের বারুদ কারখানা। এখানেই সিরাজের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে নেমেছিলেন ক্লাইভ। হতে পারত পর্যটন স্থল। কিন্তু হল না।

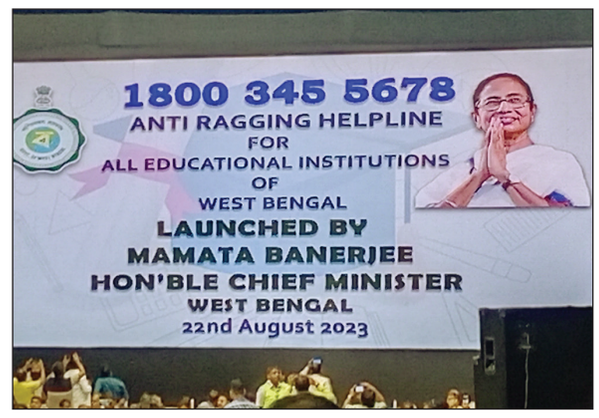

স্বপ্নদীপ : যাদবপুরের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ নিজের স্বপ্ন শেষ করে গেলেও রেখে গেল ভবিষ্যতের প্রতিকার। অবশেষে চালু হল অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্প লাইন।।
ছবি : অরুণ লোধ

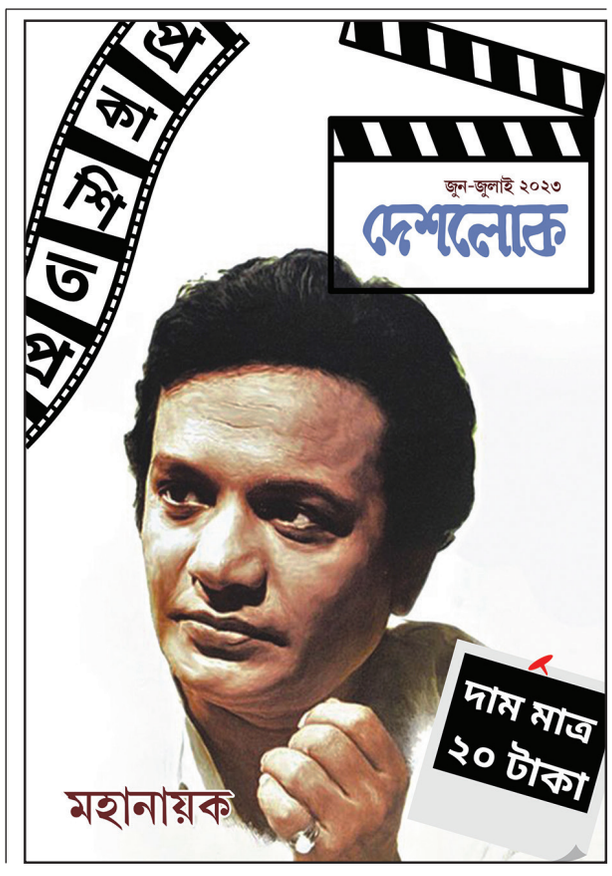

মাঙ্গলিকী

একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্বাধীনতার ছিয়াত্তর তম পূণ্যলগ্নে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালার সশ্রদ্ধ নিবেদন। প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হল ভাবগম্ভীর দেশবন্দনা 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। পরিবেশন করলেন বেলিয়াঘাটাশ্রী সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। দ্বিতীয় উপস্থাপনা সোমা মাইম থিয়েটারের 'বন্দে ভারত'। বেশ ভালো উপস্থাপনা দৃষ্টিনন্দন মাইম শিল্পকলা। নির্দেশনায় সোমা দাস। অম্বর, দীপক চক্রবর্তী এবং সুমিত। উপভোগ্য উপস্থাপনা।

এরপর নৃত্যানুষ্ঠান। পরিবেশনায় আভেরী নাথ। দৃষ্টি নন্দন উপস্থাপনা। শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যদি তালিমটা চালিয়ে যায়। বিষয়বস্তুও বেশ ভালো ছিল। এরপর আবৃত্তি পরিবেশন করলেন বেলিয়াঘাটা শ্রী সংস্থার শিল্পী এবং বিশিষ্ট অভিনেতা সুব্রত ঘোষ আবৃত্তি করে শোনালেন 'হিন্দুস্থান পাকিস্তান।' রচনাটি তার নিজস্ব এবং মর্মস্পর্শী। এরপর আধুনিক সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শান্তনু চক্রবর্তী। শিলাজিতের ভালোবাসার গান 'ঝিন্টি তুই বৃষ্টি হতে পারতিস।' পরবর্তী অনুষ্ঠান

ওদের জায়গাটা আরো একটু বড় হলে ভালো হত। এরপর আবৃত্তি ও গান একসঙ্গে পরিবেশনায় দেবজিৎ ব্যানার্জী ও আভেরী নাথ। আভেরী 'তাহার নামটি রঞ্জনা' পাঠ করে শোনালেন, দেবজিৎ গানে ভরিয়ে দিলেন। পরে দেবজিৎ শোনালেন 'এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।' দেবজিৎ এর কণ্ঠটি দরাজ কিন্তু চর্চার খামতি লক্ষ্য করা গেছে।

পরবর্তী অনুষ্ঠান নাটক 'একটি মাথা দুটি ছাতা।' প্রযোজনা সরস্বতী নাট্যশালা, নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায় জয়েশল। অভিনয়ে সৌরজিৎ, জয়েশ, আবার নাটক 'Beyond life' রবীন্দ্র সাহিত্য আশ্রিত। নাটক ও নির্দেশনা সাত্যকি সরকার। এদিনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রযোজনা ও উপস্থাপনা। সাত্যকি রচনায় মুন্সিয়ানা দেখাতে পেরেছে। সাত্যকি বজবজ অঙ্গন নাট্যসংস্থার নাট্যকার ও নির্দেশক। অভিনয় করলেন– অমল এর ভূমিকায় সুপ্রীতি। সুধা চরিত্রে অলিভিয়া, আন্দ্রিজ চরিত্রে রিম, কিশোর এর ভূমিকায় তিস্তা, ননিন্দী–র ভূমিকায় চন্দনা, রাজা চরিত্রে সুপর্ণা, গান পূজা, দীপঙ্কর, পাঠ অর্পিতা, রচনা ও ভাবনা সাত্যকি সরকার। আমাদের কিছুটা অবাক করে দিয়েছে 'বলাই।' ওর কণ্ঠের সুর আমার উপরি পাওনা। এরপরে আবৃত্তি পরিবেশন করলেন পৌলমী চ্যাটার্জী –'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'– কবিতাটি মর্মস্পর্শী, সেই সঙ্গে উপস্থাপনাটি বেশ নান্দনিক। এরপর অনুষ্ঠিত হল শ্রুতিনাটক 'ফুসমন্তর। নিউ আলিপুর নাট্যচর্চা এবং থিয়েটার ফর ইউ–র যৌথ নিবেদন। হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা। রচনাটি প্রহসন ধর্মী। পাঠ অভিনয়ে সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও সুদীপ্ত ঘোষাল। এরপর আজকের শেষ অনুষ্ঠান সন্দীপ মুখার্জীর সঙ্গীতানুষ্ঠান। সন্দীপকে আমি সেতার বাদক হিসাবেই জানতাম। তাছাড়া ও নাটকের ব্যাকস্টেজ আর্টিস ও বটে। কিন্তু দুটি গান বেশ ভালোই পরিবেসন করলেন। গানটি বহুশ্রুত 'মানুষ সে আজ আর নেই কো মানুষ।'

তারপর দর্শক শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে আরও কয়েকটি গান তাকে গাইতে হয়। তারপরে মন ভরিয়ে দিল সরস্বতী নাট্যশালার শিল্পীবৃন্দের সমবেত সঙ্গীত সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থা হামারা' বিখ্যাত কবি — ইকবাল–এর অনবদ্য রচনা।

আজকের এই পুণ্যদিনে এই গানটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। গানটি গাইবার সাথে সাথেই দর্শক বৃন্দও গলা মেলালেন। এই গানের সঙ্গে সঙ্গেই আজকের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

উপসংহারে একটি কথা বলতেই হবে নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা বছরে চার পাঁচটা উৎসবের আয়োজন করেই থাকে। নাট্যমোদি দর্শকবৃন্দ এটা অবগত আছেন। সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে জয়েশ অনেক নাট্যদলকেই তার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে শামিল করতে পারে, কিংবা বলা ভালো ওর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কেউ বোধ করি পারে না। পৌলমী চ্যাটার্জী ঘোষণা করেই দিলেন আমরা অন্য ধারায় কিছু কাজ করি। আমাদের একটা এনজিও আছে, তার মাধ্যমে আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকি। জয়েশ দা নাটকের দলের কর্ণধার ও নির্দেশক কিন্তু জয়েশদা ডাকলে বারবার আমরা আসবো।

অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও শিল্পীদের সকলকে সরস্বতী নাট্যশালার পক্ষ থেকে উত্তরীয় এবং মিষ্টি দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া ওইদিন কিছু গুণীজন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তাদের ও সরস্বতী নাট্যশালার পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস সেন এবং তত্ত্বাবধানে ছিলেন সৌরজিৎ বসু। বলতে কোনো দ্বিধা নেই স্বাধীনতার এই পুণ্য দিনে জয়েশ এবং তারদল যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সূচনা করে দেখালেন তা দর্শক বৃন্দের কাছে একটা বিশেষ পাওনা হিসাবে স্মৃতিতে থেকে যাবে সন্দেহ নেই। আমি চাইবো সরস্বতী নাট্যশালা প্রতি বছরই যেন এই পুণ্যদিনে এই ধরনের নানা অনুষ্ঠান আমাদের উপহার দেয়। সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ওদের এই প্রয়াস সফল হবেই এই আশা আমি রাখি। কারণ অনুষ্ঠান শেষে দর্শকবৃন্দের নানা মন্তব্য শুনে তো আমি আশাবাদী না হয়ে পারিনা। ওদের জয়যাত্রা শুভ ও সার্থক হয়ে উঠুক।

সারা বাংলা নদিয়া সাহিত্য উৎসবে বঙ্গরত্ন প্রদান

মলয় সুর : গত রবিবার নদিয়ার শান্তিপুরে সাহিত্য উৎসবের আয়োজন হয়। ব্যবস্থাপনায় জেনারেশন অ্যাচিভার। এই সংগঠনের মূল কর্ণধার মানব মুখোপাধ্যায়। তিনি পেশায় শিক্ষক। শতাব্দী প্রাচীন শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর অনুষ্ঠান মঞ্চে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, কবি সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি সম্মান, শান্তিপুরের গর্ব মোজাম্মেল হক স্মৃতি সম্মান এবং দীনেশ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। প্রায় ১০০ জনকে সম্মানিত করা হয়। ১৬জনকে বিভিন্ন পদ মর্যাদায় থাকার জন্য 'বঙ্গরত্নে' ভূষিত করা হয়।

অনুষ্ঠান মঞ্চে কবি সাহিত্যিকদের লেখা 'নন্দনে নদিয়া সংকলণ' বইটি প্রকাশিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। এছাড়া অনলাইন–অফলাইন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের সাহিত্য অনুরাগী বিদ্যুৎ প্রমাণিক, উত্তরবঙ্গের কবি সাহিত্যিক সমীর মুখার্জি, ঋষি বঙ্কিমের প্রজন্ম জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বংশধর সাহিত্যিক মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসূরী ডঃ রজতমোহন রায়, প্রাক্তন বিগ্রেডিয়ার ও চিত্রশিল্পী তুষার প্রান্তে মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের মানব প্রচার প্রতিরোধ কমিটির একনিষ্ট ব্যক্তি সৈয়দ খায়রুল আলম, বাংলাদেশের সাহিত্যিক আব্দুস শুকুর আলি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক সাধনকুমার হালদার, বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার সহ সম্পাদক অর্ণব দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাচিকশিল্পী প্রবীর কুমার দে ও অঙ্কিতা কুণ্ডু।

সামাজিক উদ্যোগের কথা

উজ্জ্বল সরদার : গত এক দশকের অধিক সময় থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সামাজিক কাজ করে চলেছে শুধু 'সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা ও 'তেপান্তরের স্বপ্ন' সংস্থা। গত ১৩ আগস্ট রবিবার, গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপের বিজয়নগর গ্রামে তেপান্তরের স্বপ্ন অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্রে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। এই দ্বীপের কয়েকটি গ্রামের মোট ৫৫ জন শিশু কিশোর মাসিক ২৫ টাকার বিনিময়ে এখানে ছবি আঁকা শেখার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই শিক্ষা কেন্দ্রটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বিজয়নগর বিবেকানন্দ ফার্মার্স ক্লাব। স্থানীয় শিক্ষক সুকুমার পয়রার একান্ত ভালোবাসায় এটি এগিয়ে চলেছে। এদিন আনুষ্ঠানিক সূচনার দিনে একটি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে আঁকার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয় ও প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী ও পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য বনপাল তথা বর্তমান টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডঃ অতনু রাহা, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ক্ষিতীশ বিশাল প্রমুখ। সুন্দরবনের গ্রামের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকার উদ্দীপনা দেখে বেশ মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়।

সেবার সঙ্কল্পে শ্রীসঙ্ঘ মাতৃভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মায়ের মমতা যেমন সন্তানের কাছে আশীর্বাদ। তেমনই সন্তানের সুস্থতা মায়ের কাছে সঙ্কল্প। মা ও সন্তানের এই স্নেহের বন্ধনকে দৃঢ় করার এক সুন্দর ছবি ধরা পড়ল ১২ আগস্টের সকালে বেহালা শ্রীসঙ্ঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে সেখানে ওইদিন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন ও রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সাউথ সুবার্বানের সহযোগিতায় শ্রীসঙ্ঘ আয়োজন করে মহিলা ও শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সমাজসেবী প্রভাত ভানু মিত্র, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, দীপক চক্রবর্তী, গৌতম কর্মকার ও স্বপন বাগের মতো বিশিষ্ট রোটারিয়ানদের উপস্থিতিতে। এদিন শিবিরে স্থানীয় শিশু ও মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষেরাও চক্ষু পরীক্ষার জন্য ভিড় জমান। যাদের মধ্যে কয়েকজনের ছানি অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তার বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজক সংগঠন। প্রায় শতাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে প্রব্রাজিকা বাসুদেবপ্রাণা মাতাজীর বিশেষ উপস্থিতি। যাঁর পরিচালনায় মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. শীলা কয়াল ও ডা. মধুমিতা দেবী'র মতো বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা। ক্লাব সভাপতি তারক সিং এবং যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ হালদার ও শঙ্কর ডি. চৌধুরী'র বিশেষ অনুপ্রেরণায় বেহালার থিম পুজোর তালিকায় প্রথম সারিতে থাকা শ্রীসঙ্ঘের এই সামাজিক উদ্যোগে মানব সেবার সংকল্পে ক্লাবের সমস্ত সদস্যের সক্রিয় ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকালবেলা চেয়ে দেখি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনটি ছিল শ্রাবণের ২২ তারিখ। তা–ই বোধ হয় শত ব্যস্ততার মধ্যেও ৮২ বছর আগে এক সকালে অস্তমিত এক রবির আলোকে আরও আপনার করার এক প্রয়াস। যদিও এ রবি অস্ত যায় না, কারণ ইনি আমাদের নিভৃত প্রাণের দেবতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার জন্যে এদিনেই বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মতো সকালের জলসার পরিবার তাদের সাংস্কৃতিক পরিজনদের নিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন, এক আঙ্গিনায় বিপ্লবী নলিনী গুহ সভা ঘরে। সুন্দর শ্রদ্ধার রবিবাসরটির জন্য উদ্যোগী সংগঠন নাচ, গান, পাঠ, গল্পের এক একটি আলোকমালায় সাজিয়ে তুলে ছিল। যদিও এই মালাটি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে গঁথেছেন এই সকালের জলসার পরিবারে কর্তা বাংলার সৃজনশীল মানুষের ভাবনার রূপকার সামসের মল্লিক। যদিও কবির রেখে যাওয়া সম্পদই তাকে শ্রদ্ধার উপকরণে সেজে ছিল। সেদিনটি গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতো। তবুও এক্ষেত্রে লেখা যেতেই পারে এ পুজোর অর্ঘ্যদানে উপস্থিত উপস্থাপিকাদের ভূমিকা ছিল বেশ প্রশংসনীয়।

যুক্তি–তক্কো ও গপ্পে মোড়া নাট্যনির্ঝর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রসার ভারতী ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ৫ আগস্ট কলকাতার জি ডি বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল নাট্যনির্ঝর'। রাজ্যের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল জি–২০ বিষয়ক ক্যুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। মমতা শঙ্কর, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়, ঊর্মিমালা বসু, জগন্নাথ বসুদের মঞ্চ উপস্থাপনার পাশাপাশি অনুষ্ঠানের শেষে অর্ধে ছৌ–নৃত্যে'র পরিবেশন সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে উজ্জ্বল করে তোলে।

চাঁদা তুলে বড়ো ওয়েব সিরিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোতনের ভাগ্যে এবার লক্ষ্মী! ভাগ্য গণনা করে বাম্পার এক ওয়েব সিরিজ নিয়ে আসছে শুভম দত্ত।

এই শহরে রোজ নিত্যনতুন অনেক কিছুই ঘটে, কিছু আমাদের চোখে পড়ে, আর অনেক কিছুই চোখে পড়ে না। রোজ কত মানুষই লটারি টিকিট কাটছে টাকা পাওয়ার জন্য, কিন্তু লটারির টিকিট কেটে টাকার বদলে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায়? জীবনের সংকটে জর্জরিত হয়ে একটু আশার আলো দেখার জন্য নারায়ণ টিকিট কেটে ফেলে লটারির, কিন্তু ভাগ্য কি তার সহায় হবে? মা লক্ষ্মী কি বর দেবেন তার নারায়ণকে?

এমনই নতুন ধাঁচের ওয়েব সিরিজ নিয়ে ফের পরিচালনায় ফিরছে শুভম দত্ত। এর আগে শুভম বেশ কিছু শর্ট ফিল্মসে পরিচালনা করেছেন। তবে ইতিমধ্যে ম্যাজিক রসগোল্লা ২০টির উপর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তবে আর ছোট ছবি নয়, এবার বড় মাপের ওয়েব সিরিজ।

ওয়েব সিরিজের স্ক্রিপ্ট তো হল কিন্তু শুটিং হবে কী করে, প্রযোজক তো নেই, নিজেদের সব জমানো টাকা দিয়ে দিলেও খরচ পোষাচ্ছে না, তাই জনগণই ভরসা, ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে একদিনের খাওয়া খরচা উঠলেও, বহুমানুষ এমনই এগিয়ে এসেছে, ডিওপি থেকে বিজ্ঞাপন, প্রোডাকশন কন্ট্রোলার সবাই ভালোবেসে এগিয়ে এসেছেন কাজ করতে। এবার ভাগ্যলক্ষ্মীই ভরসা। নারায়ণের চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় ইউটিউবার উন্মেষ গাঙ্গুলি, মা লক্ষ্মীর ভূমিকায় থাকছে স্বরলিপি ঘোষ। এছাড়াও অভিনয় করছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুরজি মাল, বিমল গিরি, স্বাতী মুখার্জী, সুব্রত সেনগুপ্ত ও আরো অনেকে। প্রত্যেকেই থিয়েটার জগতে বেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই সিরিজের চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন স্বরলিপি ঘোষ নিজেই। চলতি মাস থেকে শুটিং শুরু হয়েছে ভাগ্যলক্ষী বাম্পারের। সিরিজ এর প্রযোজনায় আছেন ডেজিনিঅ্যাক্স স্টুডিও, গ্রেমিটার ফিল্মস এবং বাঁকুড়া মিমস।ডেজিনিঅ্যাক্স স্টুডিওর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে এই সিরিজ।

চিলড্রেনস হার্টের চিত্রকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার অভিসার আর্ট গ্যালারিতে ১৭ মে সন্ধ্যায় বেহালার চিলড্রেন'স হার্ট ড্রইং স্কুলের ৫ম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। স্কুলের কর্ণধার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের উদ্যোগে মোট ৮০ জন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও আলোক চিত্রশিল্পীর ১১৫ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, তবলাবাদক পন্ডিত মল্লার ঘোষ, বিশিষ্ট লেখিকা ও অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ, বিশিষ্ট সিনেমাটোগ্রাফার অর্জুন চক্রবর্তী একত্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রায় ৩০০ দর্শক সমাগমে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নানা রঙে ও ভিন্ন ভাবনায় এই প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক ও অভূতপূর্ব হয়ে ওঠে। এবারের প্রদর্শনীতে শিশুশিল্পী ও প্রাপ্ত বয়স্ক সবাই একত্রিত হয়েছে তাদের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে।

এই প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন, নীলার্ঘ্য পাল, অর্পণ নন্দী,বর্ণালী পাল, নন্দিনী বিশ্বাস, কাঞ্চন দাস, সৌভিক ভট্টাচার্য, মাস্তু নস্কর, ঈপ্সিতা মজুমদার, সমৃতা রায়, দেবাশিস সরকার, দ্বৈপায়ন সরকার,শুভাঙ্গী মিশ্র, সহিনী হাজরা, অগ্নিপ্রভ কর্মকার, অঞ্জনা দাস প্রমুখ। অতিথি ভাস্কর রূপে উপস্থিত ছিলেন কাশ্যপ রায়।

কবিতার জন্য

এ সময়ের কবিতা সৃজনে আরও উৎসাহ ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে আলিপুর বার্তা বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী–র পাতায় নিয়মিত এক গুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, এতে অংশ নিচ্ছেন কলকাতা ও সন্নিহিত দুই চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও অন্যান্য জেলার নবীন–প্রবীণ কবিরা।

কবিতা চর্চার এই প্রয়াস–কে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত কবিতা পাঠের আসর বসবে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় এই আসর বসবে। কবিতার চর্চার আগ্রহী সকলেই স্বাগত। মাসিক এই কবিতা পাঠের আসর পর্যায়ক্রমে কলকাতা, সন্নিহিত জেলার স্থানে স্থানে আয়োজিত হবে। পরবর্তী মাসের সভা কোথায়, কবে বসছে তা আলিপুর বার্তার পাতায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

আপনার স্বরচিত ও অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে এই আসরে চলে আসুন। আপনার পরিচিতির বৃত্ত হোক বৃহত্তর। এই পর্বের প্রথম অনুষ্ঠান–টি আয়োজিত হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যা ৫–৩০ মিনিটে । আলিপুর বার্তা–র কলকাতা অফিসের (চেতলা হাট রোডে) কাছে হিন্দ সংঘের ক্লাব ঘরে বসছে এই আসর। আগ্রহীরা সরাসরি ফোন করে নিন – সুকুমার মণ্ডল (9903835611), প্রিয়ম গুহ (8777727652)

সকল কবি বন্ধুদের আরো জানানো হচ্ছে যে, আগামী নভেম্বরে (২০২৩) জীবনানন্দ সভাঘরে এ সময়ের বিশিষ্ট কবিদের উপস্থিতিতে কবিতা উৎসবের প্রয়াস চলছে। মাসিক সভায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে উল্লেখযোগ্যদের ওই বিশেষ কবিতা উৎসবে সুযোগ দেওয়া হবে ।

বিভাগীয় সম্পাদক, মাঙ্গলিকী
আলিপুর বার্তা

গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার : গত ২০ আগস্ট রবিবার বিকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুরের রবীন্দ্রভবনস্থিত ললিত রায়চৌধুরী কক্ষে স্থানীয় ইতিহাস গবেষক তথা বারুইপুর পৌরসভার পৌরপিতা শক্তি রায়চৌধুরীর লেখা 'বারুইপুরের স্থান নাম' গ্রন্থটি প্রকাশ হল। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বহু লেখক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সনৎ নস্কর ও অধ্যাপক মনোরঞ্জন সরদার। লেখক শক্তি রায়চৌধুরীর লেখা এটি চতুর্থ গ্রন্থ। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে অধ্যাপক সনৎ নস্কর জানালেন, "স্থানীয় ইতিহাস চর্চায়, স্থাননামের অনুসন্ধান এক বিশেষ ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক গবেষণা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই চর্চার মাধ্যমেই স্থানীয় ইতিহাসে জেলার ইতিহাস বিশেষ সমৃদ্ধলাভ করবেই নিশ্চিত ভাবে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বক্তাই লেখকের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়ে বিশেষ শুভেচ্ছা প্রদান করেন। লেখক শক্তি রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে জানালেন এই গ্রন্থের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৯৫ সাল নাগাদ, এতো দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ভিত্তিতে আজ সেই কাজ দুই মলাটের মধ্যে প্রকাশিত হল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ লেখক প্রয়াত অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ঐকান্তিক উৎসাহেই তিনি এই কাজে নেমেছিলেন। পুরদস্তুর রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব হয়েও লেখক শক্তি রায়চৌধুরীর এদিনের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানটি ছিল একেবারেই ভিন্ন স্বাদের।

সুন্দরবনে ২০ হাজার ফলের গাছ বসাচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং ভাঙ্গন রোধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। আয়লার পর থেকে নদীবাঁধ রক্ষা করতে কয়েক লক্ষ নারকেল, আম, কাঁঠাল,জামরুল, সবেদা গাছ সহ বিভিন্ন ফলের গাছ বসানো হয়েছে।

এবছর ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফের ২০ হাজার ফলের গাছ বসানো শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে সংঘের সন্ন্যাসীদের হাতে আম, কাঁঠাল, লেবু সহ বিভিন্ন গাছ তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবর ফ্রেন্ডস ফোরাম ও লায়ন্স ক্লাব অফ সাউথ ক্যালকাটার উদ্যোগে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, এই কুড়ি হাজার গাছ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সংঘের যে শাখা গুলি রয়েছে তাদের মাধ্যমে এবং গ্রামবাসিন্দাদের মাধ্যমে রোপন করা হবে।

আগামী দিনে আরো কয়েক লক্ষ গাছ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

খাঁতস কাঁচে

কোচ ছাঁটাই
অব্যাহত মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পুরোনো কোচ ছাঁটাইয়ের ট্র্যাডিশন। হঠাই কলকাতা লিগে ক্লাবকে সুপার সিক্সে তোলা কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে বরখাস্ত করা হল। অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্বে থাকবেন সহকারী কোচ শহিদ রামন। এই পরিবর্তনের সময় সমর্থকদের পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। শোনা যাচ্ছে পুরোনো কোচের ওপরই আস্থা রাখতে চাইছেন মহামেডান কর্তারা। গত কয়েক মরসুমের বিদেশি কোচ আন্দ্রে চের্নিশভকে ফের আনা হচ্ছে।

ইডেনে ট্রফি
আগামী ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য সেজে উঠছে ইডেন। ভারতের বিশ্বকাপ ভেন্যুগুলোয় আসবে বিশ্বকাপ ট্রফি। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স পেয়েছে সেমিফাইনাল সহ মোট ৫টি ম্যাচ। নিয়ম অনুযায়ী ইডেনেও আসবে বিশ্বকাপ। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ক্রিকেটের নন্দনকাননে আসবে ট্রফি। এই নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনাও নিয়েছে সিএবি। সেদিন ক্রিকেট ছাড়াও খেলার মাঠের অন্য তারকাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। থাকতে পারেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজও।

বাংলার কোচ
সাব জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাংলা পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দলের জন্য কোচ নির্বাচন করা হল। কোচেস কমিটির এক বৈঠকে সাব জুনিয়র পুরুষ দলের কোচ হিসেবে পার্থ সেন, ও জুনিয়র পুরুষ দলের কোচ নির্বাচিত হন অমিত ঘোষ। সাব জুনিয়র ও জুনিয়র মহিলা দলের কোচ নির্বাচিত হন যথাক্রমে মিনতি রায় ও দীপঙ্কর বিশ্বাস।

অলিম্পিকে অখিল
ছেলেদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে ব্রোঞ্জ পদকের পাশাপাশি শুটিংয়ে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন অখিল শিওরান। তিনি বলেছেন, এটার জন্যই এতদিন ধরে কঠিন পরিশ্রম করে গিয়েছি। আর একটু চেষ্টা করলে রূপোর পদক জিততে পারতাম। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে পদক এবং অলিম্পিক কোটা দুটোই জেতা খুব স্বস্তিদায়ক। অলিম্পিক তো চার বছরে একবারই আসে।'

অভিনন্দন
চন্দ্রযান ৩–এর সফল অবতরণের আনন্দে মেতে গোটা দেশ। ভারতের ক্রিকেট দুনিয়ায় সচিন তেন্ডুলকর, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, কেএল রাহুল, রিঙ্কু সিংয়ের মতো প্লেয়াররা। বিসিসিআই সচিব জয় শাহও অভিনন্দন জানান ইসরোর বিজ্ঞানীদের। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইগুলোও এই তালিকায় নাম লেখায়। বিরাট কোহলি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, 'চন্দ্রযান ৩ টিমকে অনেক অভিনন্দন। তোমরা দেশকে গর্বিত করেছ। জয় হিন্দ।' শুভমান গিল লেখেন, 'এই অসামান্য সাফল্যের জন্য ইসরোর দারুণ মস্তিষ্ককে কুর্ণিশ। চন্দ্রযান ৩ দলকে অভিনন্দন এই সাফল্যের জন্য।'

বড় পদক্ষেপ
বিশ্বকাপে খেলার জন্য বড়সড় পদক্ষেপ করল ভারতীয় ফুটবল সংস্থা। ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিদেশি ফুটবলার এবং প্রবাসী ভারতীয় ফুটবলারদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য এবার টাস্ক ফোর্স তৈরি করল এআইএফএফ। ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানান, ভারতীয় বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, প্রবাসী এবং ভারতীয় বংশোদ্ভুত তারকাদের জাতীয় দলে খেলার সুযোগ নেই, যতক্ষণ না তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করছেন। তবে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই। জাতীয় দলের ফুটবলে কোনোভাবে এরকম ফুটবলারদের অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করানো যায় কিনা, সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন অপশন খোলা রাখতে চাইছি।'

জঘন্য ফুটবল খেলে সাদার্নের কাছে হার মোহনবাগানের, প্রথম হারে ক্ষোভ সমর্থকদের

সুমনা মণ্ডল

কলকাতা লিগে এবার হেরেই বসল মোহনবাগান। আর্মি রেডের কাছে আটকে যাওয়ার পর সাদার্ন সমিতির কাছে ২–০ গোলে হারল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এবারের কলকাতা লিগে এটাই প্রথম হার বাস্তব রায়ের ছেলেদের। ঘরের মাঠে মরসুমের সব থেকে হতশ্রী ফুটবল দেখে ক্ষোভ উগড়ে দেন সমর্থকরা। অন্যদিকে লিগে অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও জায়ান্ট কিলার হয়ে বড় ধাক্কাটাই দিল রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেরা। যদিও চোট–কার্ড সমস্যায় একাধিক ফুটবলারকে পায়নি রঞ্জন ভট্টাচার্যর দল।

ডার্বি থেকেই ছন্দপতন ঘটে এবার মোহনবাগানের, যা সামাল দিতে এখনও পারেনি। এএফসি কাপে প্রতিপক্ষ মাচিন্দা এফসিকে হারালেও কলকাতা লিগে পরপর ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছে তারা। ডুরান্ড কাপের নকআউট পর্যায়ে উঠলেও কলকাতা লিগের সুপার সিক্স বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেডের কাছে। সাদার্ন সমিতির হয়ে প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করেন সৌগত হাঁসদা। এই হারে এ গ্রুপে এখন ৩ নম্বরে মোহনবাগান। ৯ ম্যাচ খেলে পয়েন্ট ২০। ৪ নম্বরে থাকা মহমেডান স্পোর্টিং ৭ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্টে রয়েছে। শীর্ষে থাকা ডায়মন্ড হারবার এফসি ১০ ম্যাচ খেলে ২৩ পয়েন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কালীঘাট এমএস ১০ ম্যাচ খেলে ২১ পয়েন্ট পেয়েছে। ফলে কলকাতা লিগেও চাপে পড়ল মোহনবাগান। বাকি তিন ম্যাচ। সুপার সিক্সে যেতে পয়েন্ট হারালে আর চলবে না সবুজ মেরুনের।

এদিন একের পর এক গোল মিসের খেসারত দিল মোহনবাগান। কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাটরা চেষ্টা করেও একবার সাদার্নের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি। তাতে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে সবুজ মেরুন সমর্থকদের। গ্যালারিতে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে বাগান ভক্তরা। মাঠে পড়ে বোতল। ম্যাচ শেষেও উত্তপ্ত পরিস্থিতি। সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সুহেল, নাসিরিকে। এদিন ম্যাচের ২০ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে সবুজ মেরুন। সৌগত হাঁসদার শট রাজ বাসফোরের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। তার চার মিনিটের মধ্যে ফের পিছিয়ে যায় মোহনবাগান। যা সামলাতে পারিনি। ম্যাচের ২৪ মিনিটে হেড করে বল নামিয়ে দেন ফারুক শেখ। ডান পায়ের শটে গোল করে ব্যবধান ২–০ করে দেন সৌগতই। দুর্দান্ত খেলেন সাদার্নের গোলকিপার দিব্যেন্দু সরকার। নিশ্চিত গোল থেকে অন্তত তিন–চারবার বাঁচান দলকে। যদিও জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সৌগত হাঁসদা।

স্বাভাবিকভাবেই পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে মোহনবাগানকে। সুপার সিক্সে যেতে হলে শেষ তিনটি ম্যাচ যে জিততেই হবে তা ভালো করে জানেন বাস্তব রায়। ম্যাচ শেষে হতাশার কথা লুকোননি বাগান কোচ। তিনি বলেন, 'এই ম্যাচ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। যাতে পরের ম্যাচে আর কোনও রকম সমস্যা না হয়। আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করব। যাতে এই ফলাফল আর না হয়।'

জাতীয় কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ঝাড়খন্ড অ্যামেচার কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছে ওয়াকো ইন্ডিয়া চিলড্রেন, ক্যাডেট এবং জুনিয়রস জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে সুযোগ মিলেছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ সীমান্তবর্তী এলাকার খুদে দেবাশিস রায়ের। শিলিগুড়ির জালাস নিজামতারা অঞ্চলের রাবভিটা গ্রামের দেবাশিস রায়ের ছোটো থেকে কিকবক্সিং খেলার উপর ঝোঁক। উল্লেখ্য একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করবার পাশাপাশি কিকবক্সিং কোচিং নিত। এর পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করে। দার্জিলিং কালিম্পং সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সে পুরস্কার জিতেছে। এবার আগামী ২৩ তারিখ থেকে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত দেবাশিস। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দে মাতোয়ারা গোটা গ্রাম। গ্রামের মানুষ থেকে আত্মীয়–স্বজন সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়িতে আসছেন। দেবাশিসের মা মানি রায় জানান, ছেলের ইচ্ছে ছিল কিকবক্সিং খেলার, তাকে বাধা না দিয়ে কোচিংয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। আগামীতে যতদূর পারবো তার সফলতার পিছনে সহযোগিতা করব। বাবা রতন রায় জানান, গর্বের বিষয়ে আমার ছেলে এত সুন্দর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে। আগামী দিনে তার সফলতা এগিয়ে যাক এটাই কামনা করি। দেবাশিসের কোচ প্রসেনজিৎ রায় জানান, গ্রামীণ এলাকার শিশুদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে তা প্রমাণ করে দিল দেবাশিসের রায়ের মতো একজন ছোট্ট কিক বক্সিং খেলোয়াড়। আগামী দিনে সে আরো সফলতা অর্জন করুক এটাই আশা করি।

বাকুতে ব্রোঞ্জ বৈদ্যবাটির মেয়ের মেহুলির, পেলেন প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী : প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতাঅর্জন করলেন বাংলার শুটার মেহুলি ঘোষ। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে একটি সোনা ও ব্রোঞ্জ পদক জিতে ২০২৪ অলিম্পিকের ছাড়পত্র সংগ্রহ করলেন বৈদ্যবাটির মেয়ে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জেতেন জয়দীপ কর্মকারের ছাত্রী। ফাইনালে ২২৯.৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় হন। অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করার পর একটি ভিডিও বার্তায় মিহুলি বলেন, 'বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতার পাশাপাশি অলিম্পিকের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পেরে দারুণ লাগছে। আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য জাতীয় রাইফেল সংস্থা, সাই এবং বাকিদের ধন্যবাদ। আরও পদক জিতে দেশকে গর্বিত করার চেষ্টা করব।' মেহুলি অলিম্পিকের কোটা অর্জন করলেও জাতীয় শুটিং সংস্থার ছাড়পত্রের উপর নির্ভর করছে তাঁর প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ। কেননা জাতীয় সংস্থা স্থির করে কোন ইভেন্টে কাকে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানো হবে। চতুর্থ স্থানে শেষ করে বাংলার আরেক শুটার তিলোত্তমা সেন। যদিও তিনি প্যারিসের টিকিট হাতে পাননি। কেননা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের একই ইভেন্ট থেকে একই দেশের একাধিক শুটারের অলিম্পিকের টিকিট পাওয়ার নিয়ম নেই। মেহুলি এর আগে বাংলায় ট্রেনিং নিতেন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের কাছে। তারপর বর্তমানে মেহুলি গগন নারাংয়ের শুটিং আকাদেমিতে শিখে অনেক উন্নতি করেছেন। বিবস্বান গঙ্গোপাধ্যায় এই মুহূর্তে মেহুলির কোচ। তিনিই অলিম্পিকের পদক ধারী গগন নারংয়ের আকাদেমিতে বাংলার নামী শুটারকে তালিম দিচ্ছেন। অভিনব বিন্দ্রার অলিম্পিক পদক জয় দেখেই ওঁর শুটিংয়ে আগ্রহ তৈরি হয় বলে জানিয়েছেন মেহুলির বাবা নিমাই ঘোষ। বৈদ্যবাটির স্যাক্রেড হার্ট স্কুল থেকে শুরু লেখাপড়ার পাঠ। তার পর চুঁচুড়ার একটি নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুল থেকে দ্বাদশ কমপ্লিট করার আগেই কমনওয়েলথ আর শুটিং বিশ্বকাপের জন্য ক্যাম্পে চলে যান মেহুলি ঘোষ। চাকরি সূত্রে মেহুলির এখন ঠিকানা হায়দরাবাদ। ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল শুটিং অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল দেবকুমার সামন্ত। দেবকুমার বলেন, 'মেহুলির পারফরমেন্স তলানিতে এসে ঠেকেছিল। নিজের দুর্বলতা শুধরে কাম ব্যাক করেছে, তা উদাহরণযোগ্য। আমরা আশাবাদী ধারাবাহিকতা রেখে ও অলিম্পিক পর্যন্ত যাবেই।'

রাজ্যে প্রথম রোল বল প্রতিযোগিতা সোদপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কেটিং করে বল নিয়ে গোল করা। ফুটবল এবং বাস্কেটবল মিশ্রনে স্কেটিং করে গোল করতে হবে। নাম রোল বল। পশ্চিমবঙ্গ সর্বপ্রথম জমজমাট পূর্ণ সেকেন্ড ইস্ট জোন রোল বল প্রতিযোগিতা। রোল বল যা পুনেতে প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল ২০০৩ সালে সেই থেকে আজ অব্দি সারা দেশ নয় বিদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে এই রোল বল। স্কেটিং এবং বাস্কেটবল বা ফুটবলের সংমিশ্রণেই তৈরি এই রোল বল। পশ্চিমবঙ্গ রোল বল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আযোজিত এই প্রথম এই রোল বল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সোদপুর গুরু নানক ডেন্টাল কলেজের মাঠে। এই রোল বলে ১১ বছর বয়সি ছেলে মেয়েরা ওড়িশা, অসম, ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড সহ বাংলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগীদের দক্ষতা এবং ব্যালেন্স চোখ ধাঁধানোর মতন। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার শেষ দিনে মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন খেলাপ্রেমী দর্শক। অন্যদিকে, বাংলার কোচ এবং স্কেটিংয়ে রেকর্ড করা প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দে জানান, বাংলা সব দিকে থেকে এগিয়ে থাকে ছেলেমেয়েদের পারফরম্যান্সে খুব ভালো। অন্যান্য রাজ্যে ৩৮টা দেশে এই জনপ্রিয় রোল বল ফুটবল খেলার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে ঠিকই। বাংলার সোদপুর গুরু নানক ডেন্টাল কলেজের মাঠে প্রথম এই অভিনব স্কেটিং করে ফুটবল প্রতিযোগিতা যথেষ্ট ভালো সাড়া ফেলেছে দুদিন ধরে।

মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর প্রশিক্ষণ বহড়ুতে

অনির্বাণ ব্যানার্জী, বহড়ু : মেয়েদের আত্মরক্ষার দিকে নজর দিতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ হয়ে গেল রবিবার জয়নগর থানার বহড়ু গালর্স হাইস্কুলে। আলোর দিশারী সংস্থার উদ্যোগে এদিন আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয় স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের। আর এই উপলক্ষে এদিন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা, সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরলেন। মেয়েদের আত্মরক্ষা নিজেদের জেনে রাখা দরকার। যাতে রাস্তায় কোনো বিপদে পড়লে তারা ক্যারাটের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরা করতে পারে। এদিন শিহান সমীর সরদার আত্মরক্ষার বিভিন্ন ধরনের কৌশল ছাত্রীদেরকে শেখান। এদিনের প্রশিক্ষনে এসে খুশি স্কুল ছাত্রীরা। ইতিমধ্যেই আলোর দিশারীর উদ্যোগে জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস ও মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয়ে আত্মরক্ষার এই প্রশিক্ষণ চলছে। আগামী দিনে দক্ষিণ বারাশত, গোচরণ, বারুইপুর সহ একাধিক এলাকায় আত্মরক্ষার উপর ক্যারাটের প্রশিক্ষণ করা হবে বলে এদিন জানালেন সমীর সরদার।

ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে নির্বাসিত ক্যানসারে আক্রান্ত দ্যুতি চাঁদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানসারে আক্রান্ত ভারতের দ্রুততম মহিলা স্প্রিন্টার দ্যুতি চাঁদ। এবার নিজের জীবনের অন্য কঠিন দিকটা তুলে ধরলেন দ্যুতি। ২০২৩ এর শুরুতে ভারতের দ্রুততম মহিলা স্প্রিন্টার দ্যুতি চাঁদ নির্বাসিত হয়েছিলেন। সদ্য ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চার বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন দ্যুতি। এরপরেই শাস্তি কমাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করলেন দ্যুতি চাঁদ। এতদিন জীবনের আর এক লড়াইয়ের কথা চেপে রেখেছিলেন দ্যুতি। এবার সেই দিকেই আলোকাত করলেন ভারতীয় স্প্রিন্টার দ্যুতি চাঁদ। আসলে দ্যুতি চাঁদের জীবন আর আগের মতো নেই। প্রচুর সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দ্যুতি। তবে এর মাঝেই নাডা–র বিচারে চার বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন দ্যুতি। বিতর্ক যেন তাঁর পিছন ছাড়ছে না। এবার তিনি ডোপ পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হলেন। আর শাস্তিস্বরূপ চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল দ্যুতিকে। এই নির্বাসনের মেয়াদ শুরু হচ্ছে চলতি বছর ৩ জানুয়ারি থেকে। আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই নির্বাসনের মেয়াদ বহাল থাকবে। চার বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর দ্যুতি জানান, তিনি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন। আর এই পরিস্থিতিতে তিনি রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির কাছে আবেদন করেছেন, তাঁকে যেন খেলতে দেওয়া হয় এবং তাঁর নির্বাসনের শাস্তি যেন মকুব করে দেওয়া হয়। ংবাদ সংস্থা এএনআইকে দ্যুতি বলেছেন, 'গতকাল সকালে আমি জানতে পারি, চার বছরের নির্বাসনের যে মামলার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সেটা হেরে গিয়েছি। এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আমি চমকে গিয়েছিলাম এবং ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম। আমি অতীতেও প্রচুর ডোপ পরীক্ষা দিয়েছি। এমনটা কখনও হয়নি। আমি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির কাছে আবেদন জানাতে চাই আমাকে যেন ভারতের হয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য সাহায্য করা হয়।' ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি দ্যুতি চাঁদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে।

খেলা হবে দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মুচিশা ফুটবল মাঠে গত ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস উদযাপিত হল। একটি প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে নোদাখালী থানা একাদশ এবং বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতি একাদশ। টান টান উত্তেজনায় খেলায় ট্রাইবেকারে জয়লাভ করে নোদাখালি থানা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, জয়েন্ট বিডিও সওকাত আলী প্রমুখ।

অভাবের সংসারেও বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় কোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক হওয়া যায়' সেকথা জানে না ১৩ বছরের কোয়েল। তবে এটা জানে, প্রতিবন্ধকতার উল্টোদিকেও সাঁতার কাটা যায়। পরিবারে আর্থিক অনটন, নদীর ভাটার মতোই। কিছুতেই জোয়ার আসে না। হাওড়ার সাঁকরাইলের ক্লাস এইটের ছাত্রী কোয়েল জানে। আর জেনেও লড়াই থামায়নি। হাওড়ার সাঁকরাইলের মহিষগোট অঞ্চলের কিশোরী কোয়েল বরের বাবা মিঠুন বর ধুলোগড় ট্রাক টার্মিনালে আনাজের বস্তা বওয়ার কাজ করেন। কতই বা রোজগার! তিনিও খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে যোগাসন, পরে ভারোত্তোলন করতেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে বেশিদূর এগোতে পারেননি। নিজের অধরা স্বপ্ন মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলেন মিঠুন। সেই কারণে ছোটবেলাতেই মেয়েকে ভারোত্তোলনের কোচ অষ্টম দাসের কাছে নিয়ে যান। ২০১৮ সাল থেকে ভারোত্তোলনের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে কোয়েল। প্রথম সাফল্য আসে ২০১৯ সালে হুগলির কোন্নগরে একটি প্রতিযোগিতায়। সেই শুরু, তারপর থেকে একের পর এক সাফল্য। ১৩ বছরের মেয়েটি সেরা সাফল্য পেয়েছে এবার কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে। ৪৯ কেজি বিভাগে ১৫৫ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতেছে কোয়েল। একইসঙ্গে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫২ কেজি ওজন তুলে রুপো পেয়েছে দেউলপুর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির এই পড়ুয়া। কোয়েলের সাফল্যে শুধু স্কুলই নয়, সারা গ্রাম উচ্ছ্বসিত। পুলিশ–সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দরিদ্র পরিবারের এই কিশোরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। কোয়েল যাতে ভবিষ্যতে আরও সাফল্য পেয়ে পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করতে পারে, তার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সবাই। এই কিশোরী কমনওয়েলথ ও এশিয়া স্তরে সাফল্য পাওয়ায় এবার পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এত খেলা থাকতে ভারোত্তোলনে আগ্রহ জন্মাল কীভাবে? কোয়েল জানায়, 'ছোটবেলায় বাবা নিয়ে যেত। বাবাকে ভারোত্তোলন করতে দেখতাম। সেই থেকেই এই খেলার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তারপর আমি নিজে ভারোত্তোলন শুরু করলাম।' দিনে কতক্ষণ অনুশীলন করতে হয়? কোয়েল জানাল, 'আমি সকালে ৪৫ মিনিটের মতো ছুটি। তার সঙ্গে স্ট্রেচিং, ফিজিক্যাল ট্রেনিং করি। বিকেলে দেড় থেকে ২ ঘণ্টা অনুশীল করি।' পাতিয়ালায় পরিবারের সবাইকে ছেড়ে একা থাকতে হবে। কী মনে হচ্ছে? কোয়েল জানায়, 'আশা করি ওখানে মানিয়ে নিতে পারব। কোচ যেভাবে বলবেন সেভাবে চলব। বই নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে অনুশীলনের ফাঁকে পড়াশোনা করব।'

কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের জন্ম দিবস পালন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পালের আজ ১২৭ তম জন্ম দিবস। বাংলার ফুটবলের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রর জন্ম দিবস পালন করা হল শিলিগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে। এদিন সকালে গোষ্ঠ পালের জন্ম দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, তিনি কিংবদন্তী ফুটবলারের মুর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছি... কাউন্সিলার এবং এম এম আই সিরা। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল ফুটবল নক্ষত্র গোষ্ঠ পাল। যিনি খালি পায়ে খেলে ইংরেজদের হারিয়েছিলেন। মোহনবাগানের ফুটবলের ইতিহাসে যেই নামগুলি প্রথম সারির মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলেন গোষ্ঠ পাল। যার পায়ের ফুটবল জাদু এক অসাধারণ অধ্যায়। যতদিন ফুটবল খেলার প্রচলন থাকবে, ততদিন গোষ্ঠ পালের নাম উচ্চারিত হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com